NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবদিগন্ত
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট
বুধ ভ্রমণের চুক্তিটাকি পর্যটন
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্থের আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ শনিতে শেষ শুনানি, অনুপস্থিত সাড়ে ছ'লক্ষ, বাদ গেল বহু নাম

শীত বিদায়, উষ্ণতার ইঙ্গিত স্পষ্ট মহানগরে ৩

কলকাতা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.02.2026, Vol.19, Issue No. 245, 8 Pages, Price 3.00

‘যুবসাথী’র আবেদন গ্রহণ শুরু আজ থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য নতুন করে আবেদনপত্র নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে রবিবার থেকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে দুয়ারে সরকারের ধাঁচে বিশেষ শিবির করা হবে। সেই শিবিরেই যুবসাথী ও কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্তির জন্য আবেদনপত্র বিলি এবং গ্রহণ করা হবে। শনিবার মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জেলাশাসকদের জানিয়েছেন, ওই শিবিরেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্যও নতুন করে আবেদন নেওয়া হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একাধিক শিবির করা হবে। কারণ বেশির ভাগ কেন্দ্রের আয়তন বড় হওয়ায় একটি শিবিরে সব এলাকার মানুষ পৌঁছতে পারবেন না। সেই কারণে জেলার আয়তন অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রে চার থেকে পাঁচটি শিবির করার পরিকল্পনা হয়েছে। মূলত ব্লক অফিস ও পুরসভা ভবনে শিবির বসবে। প্রয়োজনে স্কুলের মাঠেও শিবির করা হবে। খোলা জায়গায় শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এমন জায়গাই বেছে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে সহজে বেশি মানুষ আসতে পারবেন।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিবির চলবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আবেদনপত্র নিতে হলে আনতে হবে আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের প্রথম পাতার প্রতিলিপি এবং দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। তপসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের ক্ষেত্রে ওই নথির সঙ্গে জাতিগত সংশাপত্রের প্রতিলিপিও জমা দিতে হবে। যুবসাথী প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ও সংশাপত্রের প্রতিলিপি।

প্রতিটি শিবিরে নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তর, কৃষি এবং ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। আবেদনপত্র পূরণের সময় কোনও সমস্যা হলে তাঁরা সাহায্য করবেন। শনিবার থেকেই সব বিধানসভা কেন্দ্রে শিবিরের প্রচার শুরু হয়েছে।

রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, যুবসাথী প্রকল্পে কর্মহীন যুবক-যুবতীদের প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। বয়স ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এবং মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলে ওই প্রকল্পে আবেদন করা যাবে। সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত এই ভাতা দেওয়া হবে। তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো অন্য কোনও প্রকল্পে অনুদান পেলে যুবসাথীতে আবেদন করা যাবে না।

অসমের মোরানে ৩৭ নং জাতীয় সড়কের হারকিউলিস সি-১৩০জে'র অবতরণ।

ভোটের অসমে ঐতিহাসিক অবতরণ

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি: ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তৈরি করা একফালি রানওয়ে! শনিবার সকালে অসমের মোরানে সেখানেই অবতরণ করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস, ভারতীয় বায়ুসেনার দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক পরিবহণ বিমান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও রাজ্যে এই প্রথম কোনও সড়কে বিমান উড়ান ও অবতরণক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার এই পদক্ষেপকে ‘ঐতিহাসিক’ বলেছে।

শনিবার সকালে অসমের ডিব্রুগড়ের চাবুয়া বায়ুসেনাঘাঁটি থেকে সুপার হারকিউলিস বিমানে সওয়ার হন মোদী। মোরানে ৩৬ নম্বর জাতীয় সড়কে (নতুন নামকরণ অনুযায়ী ১২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক) সদ্যনির্মিত ৪.২ কিলোমিটারের এয়ারস্ট্রিপে ‘ফুলস্টপ ল্যান্ডিং’ করে বিমানটি। অবতরণের পরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং বায়ুসেনার আধিকারিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মোদী। রানওয়ে উদ্বোধন উপলক্ষে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে দেখেন সুখোই, রাফাল, তেজসের যুদ্ধমহড়া। সমাজমাধ্যমে মোদী লিখেছেন, ‘মোরানের বহুমুখী রানওয়ে প্রতিরক্ষা, সরবরাহ এবং দুর্যোগ মোকাবিলা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করবে।’

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চিনের ‘বিপদ’ মাথায় রেখেই আরও ঢেলে সাজানো হচ্ছে বায়ুসেনার ঘাঁটিগুলিকে। পাশাপাশি, বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে ‘বৃহত্তর পরিকাঠামো উন্নয়নে’র দিকে। সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ হল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় সড়কের সুনির্দিষ্ট কিছু অংশ বেছে নিয়ে রানওয়ে নির্মাণ করা। সামরিক পরিভাষায় একে বলে ‘এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফেসিলিটি’ (ইএলএফ)। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা-সহ কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই ইএলএফ নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে সামরিক পরিবহণ বিমানের পাশাপাশি যুদ্ধবিমান অবতরণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

গুয়াহাটির জনসভায় মোদী

মোরানে প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছনোর পরই বায়ুসেনার বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয়। যোগ দেয় তেজস, সুখোই, রাফালের মতো একাধিক যুদ্ধবিমান। মোদী জানিয়েছেন, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই জরুরি অবতরণ পথটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মোরানের এই জরুরি অবতরণ পথটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এই পথটি যুদ্ধ এবং পরিবহণ দুই প্রকারের বিমানই ব্যবহার করতে পারবে। এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ এবং দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে। শুধু তা-ই নয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের বিকল্প হিসাবেও এই অবতরণ পথটি কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে। মোরানের এই জরুরি অবতরণ পথটি সর্বোচ্চ ৪০ টন ওজনের সামরিক বিমান এবং ৭৪ টন ওজনের অসামরিক বিমান ওঠানামা করতে পারবে।

তারেকের শপথে মোদীকে আমন্ত্রণ !

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি: তারেক রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে! সংবাদমাধ্যম ‘ডব্লিউআইওএন’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনই জানালেন বিএনপি-র শীর্ষনেতা তথা তারেকের বিদেশ উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর। তবে সেই আমন্ত্রণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও তরফেই কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের অগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চাপানউতর শুরু হয়। মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে সম্পর্ক আরও কিছুটা খারাপ হয়। মনে করা হচ্ছে, বাংলাদেশে স্থায়ী সরকার গঠিত হলে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের উন্নতি হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হতেই বিএনপি প্রধান তারেককে সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান মোদী। পরে ফোনে কথাও বলেন তাঁর সঙ্গে। সেই বিষয় উল্লেখ করে মোদী সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে আমরা উচ্ছ্বসিত।’ ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মোদী। সেই সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত করতেই মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানালেন হুমায়ুন।

মহম্মদ ইউনূস জমানায় ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হয়। তবে বিএনপি মনে করে, ‘ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলকে প্রভাবশালী হিসাবে গড়ে তোলা তারেকের বিদেশনীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই আমন্ত্রণও তারই অংশ।’ দু'দেশের উন্নত সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই আমন্ত্রণ শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেন কবীর। তিনি এ-ও জানান, মোদী উপস্থিত থাকবেন বলে তাঁরা প্রত্যাশা করেন।

ফ্যাসিবাদ-ধর্মীয় উন্মাদনা বরদাস্ত নয় খালেদা-পুত্রের

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে সে দেশের হবু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জোর দিলেন ঐক্যের উপর। তিনি বোঝাতে চাইলেন, নির্বাচন এবং তার ফলপ্রকাশ এখন অতীত। এ বার বাংলাদেশকে মানবিক ভাবে গড়ে তোলার পালা। বিএনপি-প্রধানের কথায়, ‘দুর্নীতি সরিয়ে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ এবং মানবিক দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে।’ তারেক বলেন, ‘এই জয় বাংলাদেশের। এই জয় গণতন্ত্রের। আজ থেকে আমরা স্বাধীন।’

পাশাপাশি, নির্বাচনে জিতে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ ইউনূস ও তাঁর সঙ্গী কট্টরপন্থীদের কড়া বার্তা দিলেন বাংলাদেশের হবু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিএনপি শীর্ষ নেতার সাফ কথা, ‘বাংলাদেশে অপ্রীতিকর ঘটনা, বিশৃঙ্খলা মেনে নেওয়া হবে না। ধর্মের নামে উন্মাদনাকে বরদাস্ত করা হবে না। আইনের চোখে এদেশের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে।’ পাশাপাশি শেখ হাসিনার নাম মুখে না নিয়েও তারেক বলেন, ‘ফ্যাসিবাদ মেনে নেওয়া হবে না।’ সবশেষ প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ার বার্তা দেন তিনি।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘ডেলিস্টার’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জয়ের পর ঢাকার এক হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন তারেক। সেই সাংবাদিক বৈঠকে সদ্যসমাপ্ত জয় নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। একই সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে অভিনন্দন জানান বিএনপি-প্রধান। তাঁর কথায়, ‘বহু প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছি।’ তারেক মনে করেন, গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার এবং বিরোধী দলগুলি নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। তারেকের মতে, সকলের মত এবং পথ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু দেশের স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাঁর কথায়, ‘আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি। বিভাজন আমাদের দুর্বলতা।’

শনিবার দুপুরে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের বলরুমের সম্মেলনে তারেক বলেন, ‘নির্বাচনে ভূমিধস জয়ের পরেও দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকতে বলেছিলাম আমরা। যাতে করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তাই বিজয় মিছিল বের করতেও নিষেধ করছিলাম।’ এর পরেই তাঁর বার্তা, ‘দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। ধর্মের নামে উন্মাদনা মেনে নেওয়া হবে না। প্রত্যেক বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য আইন সমান। প্রতিযোধ কিংবা প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা। এটা ভিন্নমতের সকলের দেশ।’ এইসঙ্গে ‘ফ্যাসিবাদ মেনে নেওয়া হবে না’ বলেও বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশের হবু প্রধানমন্ত্রী। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘এবার দেশ গড়ার পালা। দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন দুর্বলতা।’

প্রেমের দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা পোস্ট মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেমদিবসে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখলেন, ‘হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্‌স ডে, ভালবাসা দীর্ঘজীবী হোক।’ রাজনীতিবিদ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে এর আগে কখনও এইদিনে এমন শুভেচ্ছামূলক পোস্ট করতে দেখা যায়নি। ফলে প্রেমদিবসে মমতার এই বার্তা নজিরবিহীন। সেই কারণেই বিষয়টি নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

অনেকেরই মতে, এতে বিশুদ্ধ ভালবাসার আড়ালে রাজনীতিই রয়েছে। বিশেষত, যখন সামনে বিধানসভা নির্বাচন। বস্তুত, মমতার পোস্টটি পড়ে দেখলে সেই বিষয়টি স্পষ্ট।

এক্স পোস্টে মমতা প্রথমেই লিখেছেন, ‘তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।’ তার পরে ব্যাখ্যা করেছেন, ভালবাসা সবসময় জাত, ধর্ম, বর্ণের বেড়াজালকে অতিক্রম করে। তিনি যে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন, তার নেপথ্যেও রয়েছে অকৃত্রিম ভালবাসাই।

ভালোবাসা যে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একইরকম সুখানুভূতির, সেকথা লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগতভাবে প্রেম অথবা ভালোবাসা তাঁকে কীভাবে জীবন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘ভালোবাসার এই গভীরতাই আমাকে মানুষের জন্য পথে নামা এবং এই যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভালোবাসা মানুষকে সমস্ত ঝড়ঝাপটা সামলাতে শেখায়, ধৈর্যশীল করে তোলে এবং ন্যায়বিচার, সম্মান বজায় রাখার জন্য লড়তে শেখায়।’ শেষে তিনি ইংরাজিতে লিখেছেন, ‘হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে, ভালোবাসা দীর্ঘজীবী হোক!’

সতর্কবার্তা নয়, পদক্ষেপ করুক কমিশন: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার তালিকা ঘিরে বিতর্কের আবহে তীব্র সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে তিনি সরাসরি আঙুল তুললেন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায়। তাঁর বক্তব্য, সতর্কবার্তা দিয়ে থেমে থাকলে চলবে না, আইনসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করতেই হবে।

এক সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, ‘কমিশনের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। চাইলে তারা নিজেই সাসপেনশন ও এফআইআর করতে পারে। আর নমনীয়তা দেখানোর সময় নেই, এবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিন।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘শুধু উপদেশ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করা যায় না। প্রয়োজনে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’

রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন চেয়ে ফের তপ্ত নেপাল

কাঠমাণ্ডু, ১৪ ফেব্রুয়ারি: সাধারণ নির্বাচনের আগে নেপালে ফিরলেন ক্ষমতাচ্যুত রাজা জ্ঞানেন্দ্র। তাঁকে স্বাগত জানাতে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে ভিড় জমালেন হাজার হাজার মানুষ। আর সেখান থেকে উঠল রাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের স্লোগান। শনিবার সকাল থেকেও সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কাঠমাণ্ডুর বিভিন্ন এলাকায় রাজভক্তদের জমায়েত হয়েছে। উঠেছে ‘রাজাকে ফেরাও’ স্লোগান। ফলে ভোটের আগে নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা দেখা গিয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে তরুণ প্রজন্ম (জেন জি)-এর বিক্ষোভের জেরে নেপালে পতন হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সরকারের। তিন দিন পরে সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনা শেষে সে দেশের নির্বাচন কমিশন ৫ মার্চ পার্লামেন্ট নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিল। ২০ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হয়েছিল। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২৩ জানুয়ারি। ২৭৫টি আসনে ভোট দেবেন প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটার। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৬৫টি রাজনৈতিক দল।

ভারত-পাকিস্তান মহারণে চোখরাঙানি বৃষ্টির

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি: টি-২০ বিশ্বকাপে রবিবার কলম্বোয় মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান। বয়কটের হুমকির জেরে ম্যাচ ঘিরে টালবাহানা এবং নানা জল্পনার পর অবশেষে এই মহারণ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই দুই দেশের সমর্থকদের উন্মাদনা তুঙ্গে। তবে ম্যাচের আগে বড় চিন্তা আবহাওয়া। রবিবারের ম্যাচে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলম্বোতে রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যাচের আগে বা ম্যাচ চলাকালীন সময়েও বৃষ্টি হতে পারে। ফলে পূর্ণ কুড়ি ওভারের খেলা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার কলম্বোয় দিনের বেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯৩ শতাংশ। বজ্রপাত ও ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে ২৬ শতাংশ। মোট বৃষ্টিপাত হতে পারে প্রায় ১২.১ মিলিমিটার। ফলে দিনের বড় একটা সময় বৃষ্টিতে ভিজতে পারে মাঠ ও আউটফিল্ড। তবে সন্ধ্যার দিকে কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে। পূর্বাভাস বলছে, সন্ধ্যায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেমে আসতে পারে ১৩ শতাংশে। অর্থাৎ, ম্যাচ শুরুর সময় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে কম।

কলম্বোর পিচ সাধারণত স্পিনারদের সহায়তা করে। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলির পরিসংখ্যান বলছে, এখানে বড় রান তোলা সহজ নয়। এখনও পর্যন্ত যে কয়েকটি ম্যাচ হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র একটিতেই দুশোর বেশি রান উঠেছে। অর্থাৎ, ব্যাটারদের পাশাপাশি স্পিনারদের ভূমিকাই হতে চলেছে নির্ণায়ক। ভারতের শক্তি অবশ্য তাদের স্পিন আক্রমণ। বরুণ চক্রবর্তীর রহস্যময় স্পিন এবং অক্ষর প্যাটেলের বাঁহাতি নির্ভুল লাইন-লেন্থ মাঝের ওভারগুলোয়

রান আটকে রাখার পাশাপাশি উইকেট তুলতে সক্ষম। পাওয়ার প্লের পর যদি উইকেট ধীর হয়ে যায়, তবে ভারতের স্পিনাররাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। অন্যদিকে, পাকিস্তানের হাতেও রয়েছে একাধিক স্পিন বিকল্প। আবরার আহমেদের বৈচিত্র্য, শাদাব খানের অলরাউন্ড দক্ষতা এবং উসমান তারিকের মতো ‘দুই কনুই’য়ের বোলার মাঝের ওভারে চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। স্পিন-লড়াইয়ে যে দল এগিয়ে থাকবে, তাদের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি।

তবে বৃষ্টি হলে কৌশল বদলাতে বাধ্য হবে দুই দলকেই। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে গেলে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতি কার্যকর হবে। সে ক্ষেত্রে একটি-দু'টি ওভারই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। অধিনায়কদের বোলিং পরিবর্তনে বাড়তি বুদ্ধি খাটাতে হবে, কাকে কখন আক্রমণে আনা হবে, সেটাই হতে পারে নির্ণায়ক মুহূর্ত। গ্রুপের পরিস্থিতিও ম্যাচটিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচে ভারত হারিয়েছে আমেরিকা ও নামিবিয়াকে। পাকিস্তান জিতেছে নেদারল্যান্ডস ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। রবিবার দুই দলের কাছেই এটি তৃতীয় ম্যাচ। যে দল জিতবে, তারা গ্রুপের শীর্ষে শেষ করার লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। সব মিলিয়ে, কলম্বোয় ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে উত্তেজনা, কৌশল ও আবহাওয়ার লড়াই, তিনটিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে।

নন্দিনীকে কড়া বার্তা

■ রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা অনিয়মের অভিযোগে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-কে তলব করে কঠোর অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে হাজির হয়ে একাধিক নির্দেশ কার্যকর না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে হয় তাঁকে। বৈঠকের পর কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আগামী ১৭ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫ টার মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতেই হবে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

■ ভোটের আবহে শহরের রাজনীতিতে নতুন চাঞ্চল্য। বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্করকে শনিবার বিকেলে ইএম বাইপাসের অভিষিক্তা মোড় থেকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তে নেমেছিল পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। অভিযোগ, প্রোমোটিং সংক্রান্ত বিরোধ ঘিরে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং তাঁর পরিবারকে ভয় দেখানো হয়।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sekh Noor Alam Kazi**, পিতা- মৃত **Sekh Abdul Jabbar** Kazi, মাতা- মৃত **Nurjahan Begum** গ্রাম- রাজিপুর, মণ্ডলপাড়া, পোঃ- কানানদী, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। বিগত ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার মাতার নাম ভুলবশত **Nurjahan Sekh, স্বামী- Jabbar Sekh** হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত ১২/০২/২০২৬ তারিখে চুঁচুড়া আদালতের ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হলফনামা মূলে ঘোষণা করছি যে আমার মাতা- **Nurjahan Begum, স্বামী- Sekh Abdul Jabbar Kazi** এবং **Nurjahan Sekh- স্বামী- Jabbar Sekh** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **চম্পা মালিক** স্বামী-গোপীনাথ মালিক, গ্রাম- দশঘরা, খালের ধার PO-দশঘরা, P.S- ধনিয়াখালী, জেলা-হুগলী, Pin No-712-402 রাজ্য- পশ্চিম বঙ্গ। ২০০২ সালে আমার ভোটার লিস্টের পাশে স্বামীর নাম **দীপু মালিক** রহিয়াছে। বর্তমানে আধার ও ভোটার কার্ডে- **গোপীনাথ মালিক** রইয়াছে, **দীপু মালিক** ও **গোপীনাথ মালিক** সে একই ও অভিন্ন ব্যাক্তি তাহা 1st class Judicial Magistrate At Chinsurah 11-2-2026 তারিখের Affidavit বলে ঘোষনা করা হইয়াছে, Affidavit No-5703।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) রুমা মুখার্জী, স্বামী- নারায়ন দাস মুখার্জী, ২) রত্না মুখার্জী, স্বামী- দেবদাস মুখার্জী, ৩) দীপশিখা মুখার্জী, স্বামী- দ্বিজদাস মুখার্জী, ৪) দুর্বা মুখার্জী, স্বামী- বিপ্রদাস মুখার্জী, সকলের সাং- স্যাঁকরাপাড়া লেন, পো: ও থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২০১, সকলের পক্ষে বিগত ইং ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. রাণাঘাট ১নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV - 227 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার রাজেশ দেবনাথ, পিতা- রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, সাং+ পো:- হবিবপুর, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০২, মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৩/১০/২০২৫ তারিখে I- 7527/25 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা সীমা রায়, পিতা- জীতেন রায়, মৌজা- ১২২ নং মাশুন্ডা, খতিয়ান নং - L.R. ৬০৬,৬০৭,৬০৪,৬০৫, R.S. & L.R. ২৪৪, দাগে- ১১.৫৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উপরীউক্ত দিনেই I- 7528/25 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পিতা- মৃত সুবোধ ভট্টাচার্য্য ২) সীমা রায়, পিতা জিতেন রায়, উভয়ে সাং- মাগুন্ডা, পো:- ন'পাড়া, থানা- রাণাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৫, উপরীউক্ত মৌজা, খতিয়ান ও দাগে মোট ০৩.৩ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট - I B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন,কার্য হইবে, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **JANISA KHATUN**, স্বামী- **SEKH YASIN**, গ্রাম- দশঘরা, পোঃ দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, পশ্চিমবঙ্গ। গত ১৩/০২/২০২৬ তারিখে চুঁচুড়া মহকুমা আদালতের এলডি প্রথম শ্রেণীর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক হলফনামা (No: 5918) বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পিতামহ **MD ALAUDDIN** ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভুলবশত **SK ALLAUDDIN** নামে নথিবদ্ধ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে **MD ALAUDDIN** এবং **SK ALLAUDDIN** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I **Milan Ghosh,** S/O Late Amulyacharan Ghosh residing at Vill.- Boylasole, P.O.- Dherua, P.S.- Gurguripal, Dist.- Paschim Medinipur shall henceforth be known as Milan chandra Ghosh as declared before the Ld. Judical magistrate (1st class) Paschim Medinipur. Vide affidavit no 4795 A dt 13.02.26. Milan Ghosh and Milan chandra Ghosh both are same one and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল (১) শ্রী অমৃত কুমার ভূঞ্যা, পিতা-শ্রী গোপাল চন্দ্র ভূঞ্যা এবং (২) শ্রীমতী অনুপমা বারিক ভূঞ্যা, স্বামী-শ্রী অমৃত কুমার ভূঞ্যা, উভয় সাকিন-চকমকরামপুর, পোষ্ট-চকমকরামপুর, থানা-খড়গপুর লোকাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৯, গত ইং ২৮/০১/২০২৬ তারিখে ঝাড়গ্রাম A.D.S.R., অফিস হইতে IV-13/2021 আমমোক্তার মূলে ১) শ্রী প্রদীপ মাহাত পিতা- স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র মাহাত, ২) শ্রী কুলদীপ সাহু পিতা- শ্রী অমিয় মোহন সাহু, ৩) শ্রী সোহান মাহাত পিতা- শ্রী বসন্ত মাহাত এর নিকট হইতে কদমকানালী (কদমকানন) মৌজায়, জে.এল. নং-৩৯৩, খতিয়ান নং-২৭, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট দাগ নং-৭০ এবং হাল সেটেলমেন্ট দাগ নং-১১২-এর অন্তর্গত ৩.৭৩ ডেসিমাল ধানী সোয়েম (বর্তমানে বাস্তুযোগ্য) ফাঁকা জমি, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় কোবালা নং-১৭০/২০২৬, তারিখ ২৮/০১/২০২৬ মূলে আইনসম্মতভাবে ক্রয় করিয়া দখলকার রহিয়াছেন।

উক্ত ক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই নোটিস প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রমাণসহ B.L. & L.R.O., ঝাড়গ্রাম অফিসে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে; অন্যথায় আমার মক্কেল আইন মোতাবেক নামজারির কার্য সম্পন্ন করিবেন।

ইতি-
Sourav Bhowmick
(Advocate)
Jhargram District Judge's Court

AFFIDAVIT

I, SUPRIYA HALDER S/O Late Krishna Kanta Halder permanently residing at 1 No. Panchanantala Road, P.O. & P.S. - Bhatpara, Dist : North 24 Parganas, PIN - 743123, presently residing at 5E, Akashdeep South Block, Talbagan Main Road, Barrackpore, P.O. - Nonachandan Pukur, P.S. - Titagarh, Kolkata - 700122 do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated 13.02.2026 that my father's actual and correct name is KRISHNA KANTA HALDER and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter ID cards but due to bonafide mistake, my father's name has been recorded as KRISHNA KANTO HALDER in my Madhyamik admit card issued by the WBBSE and my passport vide No. S5348323. KRISHNA KANTA HALDER and KRISHNA KANTO HALDER i.e. my deceased father is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ০৭/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে ৫৬১ নং এফিডেভিড বলে আমি Suraj Oraon S/o. Late Debraj Oraon, সাকিম পাটুল, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতার ২০০৩ সালের ভোটার লিস্টে (৬৫ কাঁকে বিধানসভা, অংশ নাম্বার ২২৫, ক্রমিক নাম্বার ৩৪৩, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড) আমার পিতার সঠিক নাম Debraj Oraon S/o. Jitu Oraon -এর পরিবর্তে Debraj Kachchap S/o. Jitu Oraon লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Debraj Oraon S/o. Jitu Oraon ও Debraj Kachchap S/o. Jitu Oraon একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২রা ফাল্গুন। রবি বার। ত্রয়োদশী তিথি, পরে সন্ধ্যায় শিব চতুর্দশী তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ মহা শিবরাত্রি। আজ সন্ধ্যা ৫ টা থেকে আগামী কাল সন্ধ্যা ৫/৩/ মিনিট পর্যন্ত শিব চতুর্দশী তিথি মুহূর্ত। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিব চতুর্দশী তিথি।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোয় বড় অগ্রগতি, রেসকোর্স ছুঁয়ে এবার লক্ষ্য ভিক্টোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার বহু প্রতীক্ষিত জোকা, এসপ্ল্যানেড মেট্রো প্রকল্পে বড় অগ্রগতি। টানেল বোরিং মেশিন 'দুর্গা' ও 'দিব্যা' সফলভাবে রেসকোর্স এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। প্রায় ১০ মিটার নীচে মাটি কেটে এগোচ্ছে এই বিশাল যন্ত্রদ্বয়। প্রকল্প সূত্রের খবর, খিদিরপুরের শ্যাফট থেকে 'দুর্গা' ইতিমধ্যে প্রায় এক কিলোমিটার অতিক্রম করেছে, আর 'দিব্যা' পৌঁছেছে প্রায় ৬০০ মিটার পথ।

এই পর্বে খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত প্রায় ২.৬৫ কিলোমিটার অংশে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সুড়ঙ্গ তৈরি হচ্ছে। পরবর্তী ধাপে পার্ক স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অংশে অন্য নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। রেসকোর্স পার হয়ে এখন লক্ষ্য ভিক্টোরিয়া চত্বর।

প্রকল্পের এক কর্তা জানান, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই কাজ এগোচ্ছে। ভূগর্ভস্থ এই অংশ সম্পূর্ণ হলে শহরের যোগাযোগ

ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালের শেষ বা ২০২৭ সালের প্রথম প্রান্তিকে সুড়ঙ্গ খনন সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত, খিদিরপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ করিডর তৈরির কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি। শহরের যানজট কমানো এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতাকে দ্রুতগতির পরিবহণে যুক্ত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে শহরের আইন শৃঙ্খলায় নজর রাখতে গড়িয়াহাট পৌঁছলেন নগরপাল সুপ্রতিম সরকার। ছবি: অদিতি সাহা

এসআইআর, এনআরসির প্রতিবাদে নাগরিক মিছিল।

জলকেলি...। ময়দানে তোলা ছবি।

ইএম বাইপাসে ধৃত তৃণমূল নেতা, প্রোমোটিং বিতর্কে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে শহরের রাজনীতিতে নতুন চাঞ্চল্য। বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্করকে শনিবার বিকেলে ইএম বাইপাসের অভিষিক্তা মোড় থেকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তে নেমেছিল পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। অভিযোগ, প্রোমোটিং সংক্রান্ত বিরোধ ঘিরে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং তাঁর পরিবারকে ভয় দেখানো হয়।

পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার জানান, এক প্রোমোটর ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা এবং ভয় দেখানোর লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জানা গিয়েছে, গত ৫ তারিখ থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই পুলিশ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। শনিবার গাড়িতে করে যাওয়ার সময় অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়। অন্যদিকে রাজু নস্কর সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, যাঁর কথা বলা হচ্ছে, তাঁকে আমি চিনি না। এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালেও বেলেঘাটায় দলীয় অশান্তির মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সে সময় গ্রেপ্তার হলেও পরে জামিন পান। রবিবার ধৃত নেতাকে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

ঝাড়গ্রামে হাতির হানায় প্রৌঢ়ের মৃত্যু, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার সকালে ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া রেঞ্জের রমরমা বিটের শালপাতড়ার জঙ্গল এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শেখ হারুন (৫৭)। তাঁর বাড়ি রমরমা বিট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ ওই ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ একটি দাঁতাল হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সাইকেল ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে হাতিটি তাঁকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ভোরে ৩০ থেকে ৩৫টি হাতির একটি দল মেদিনীপুর বন বিভাগের চাঁদড়া রেঞ্জ থেকে কংসাবতী নদী পেরিয়ে মানিকপাড়া রেঞ্জের রমরমা বিট এলাকায় প্রবেশ করেছে। স্থানীয়দের দাবি, শনিবার সকালেও আরও তিনটি হাতি ওই জঙ্গলে ঢুকেছে। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মৃতের পরিবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ফের রদবদল রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩০ জানুয়ারির বড়সড় রদবদলের রেশ কাটতে না কাটতেই রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে ফের কিছু পদে বদলি করা হল। শনিবার নবান্ন থেকে জারি করা নির্দেশিকায় একাধিক এডিজি, আইজিপি, ডিআইজি ও জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব বদলের কথা জানানো হয়েছে। যদিও নবান্নের দাবি, এটি রুটিন প্রশাসনিক বদলি।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, এতদিন এডিজি ও আইজিপি (মডার্নাইজেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন) পদে থাকা রাজীব মিশ্রকে পাঠানো হল এডিজি ও আইজিপি (সাউথ বেঙ্গল) পদে। এডিজি ও আইজি (কারেকশনাল সার্ভিস) লক্ষ্মীনারায়ণ মিনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিআইডির এডিজি ও আইজিপি পদে। জেলা পুলিশের মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর রেঞ্জের আইজিপি মুকেশকে পাঠানো হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর আইজিপি পদে।

এছাড়াও বদল হয়েছে ডিআইজি স্তরেও। নদিয়া ও রানাঘাট রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ ওয়াকুয়ার রাজাকে পাঠানো হয়েছে মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদে। পাশাপাশি দুই জেলার পুলিশ সুপার পদেও রদবদল হয়েছে। কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে হচ্ছেন জলপাইগুড়ির নতুন এসপি। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে পাঠানো হয়েছে কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার পদে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জানুয়ারি রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিজি হন পীযূষ পান্ডে এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনারের দায়িত্ব পান সুপ্রতিম সরকার। তার কয়েকদিনের মধ্যেই ফের এই রদবদল ঘিরে প্রশাসনিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। নবান্ন অবশ্য স্পষ্ট করেছে, এটি নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ারই অঙ্গ।

বাঘের আক্রমণ ঠেকাতে সুন্দরবনে নয়া প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: শীত পড়লেই সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে আতঙ্ক বাড়ে। খাদ্যের টানে জঙ্গল পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় প্রাণহানি ও উত্তেজনার প্রেক্ষিতে এবার প্রযুক্তির দ্বারস্থ বন দপ্তর। ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রায়দিঘি রেঞ্জের হেরোভাঙা এলাকায় বসানো হচ্ছে 'অ্যানিমেল ইনট্রুশন ডিটেকশন অ্যান্ড রিপেলেন্ট সিস্টেম' (আনইডার্স) ও ট্র্যাপ ক্যামেরা। এই যন্ত্র মোশন সেন্সরের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর গতিবিধি ধরতে সক্ষম। সৌরশক্তিচালিত হওয়ায় বিদ্যুৎবিহীন অরণ্যেও তা কার্যকর। নির্দিষ্ট দূরত্বে নড়াচড়া শনাক্ত করলেই সতর্কবার্তা পৌঁছবে বনকর্মীদের কাছে। ফলে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ।

ডাবলুটিআই এর ফিল্ড অফিসার সম্রাট পাল জানিয়েছেন, ঝুঁকিপূর্ণ প্রবেশপথ চিহ্নিত করাই এখন অগ্রাধিকার। আগাম বার্তা মিললে সংঘাত অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। মানব, বন্যপ্রাণ সংঘাত প্রশমন বিভাগের প্রধান ড. অভিষেক ঘোষালের কথায়, দেশের অন্য প্রান্তে পরীক্ষামূলক সাফল্যের পর এবার সুন্দরবনে প্রয়োগ; এটি বড় পদক্ষেপ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য বনাধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা বাড়াবে এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। এখন নজর পাইলট প্রকল্পের ফলাফলের দিকে; সফল হলে সুন্দরবনে মানুষ ও বাঘের সহাবস্থানে নতুন দিশা মিলতে পারে।

ইকোপার্কের কাছে গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা, দুই মহিলা-সহ আহত ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউটাউনে ফের দুর্ঘটনা। ইকোপার্কের কাছে গাড়ি উল্টে আহত হয়েছেন ৩ জন। তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা রয়েছেন। শনিবার ভোরে দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে বাসস্ট্যান্ডে ধাক্কা মারে, তারপর গতি সামলাতে না পেরে ধাক্কা মারে সোজা ডিভাইডারে। এরপর যাত্রীদের নিয়ে উল্টে যায় গাড়িটি। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটিতে ৩ জন যাত্রী ছিলেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষ। পুলিশ সূত্রে দাবি, মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই চালক। শনিবার ভোরে প্রথমে ইকোপার্কের ২ নম্বর গেটের সামনে থাকা বাসস্ট্যান্ডে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এরপর ১ নম্বর গেট থেকে এগিয়ে গিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে, গাড়িতে থাকা ৩ জনকে উদ্ধার করে ইকোপার্ক থানার

সরকারি চাকরি পেয়েছে ছেলে, বাংলার বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা ফেরত দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: সরকারি প্রকল্পের অর্থ পেয়েও স্বেচ্ছায় তা ফেরত দেওয়ার বিরল নজির গড়লেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের এক বাসিন্দা। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের ঘোলপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুশীল মণ্ডল ও তাঁর ছেলে সুব্রত মণ্ডলের নামে প্রাপ্ত 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা বিডিও অফিসে গিয়ে নিজে হাতে জমা দেন। শনিবার এমনটাই জানা গেছে বিডিও অফিস সূত্রে। সম্প্রতি সুব্রত মণ্ডল ভারতীয় রেলে সরকারি চাকরি পাওয়ায় পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সেই কারণেই প্রকল্পের অর্থ আর গ্রহণ করা নৈতিকভাবে ঠিক হবে না বলে মনে করেন সুশীলবাবু।

সাধারণত সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাৎ বা ভুয়ো উপভোক্তার অভিযোগ সামনে এলেও, টাকা ফেরত দেওয়ার ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক মহল। নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও গোপীনাথ সরেন জানান, অনেক ক্ষেত্রে টাকা পাওয়ার পর নেতিবাচক মানসিকতা দেখা যায়, কিন্তু এখানে উল্টো চিত্র ধরা পড়েছে। তাঁর কথায়, এই অর্থ এখন প্রকৃত প্রয়োজনমতো অন্য কোনও উপভোক্তার কাজে লাগবে। সুশীল মণ্ডলের এই পদক্ষেপকে তিনি দৃষ্টান্তমূলক বলে উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, এমন সচেতনতা সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেবে।

টিটি পরিচয়ে প্রতারণা, সাঁতরাগাছিতে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাঁতরাগাছি: রেলকর্মীর ছদ্মবেশে যাত্রীদের ঠকানোর অভিযোগে সাঁতরাগাছি স্টেশন এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা ভিন রাজ্য থেকে আগত যাত্রীদের লক্ষ্য করে প্রতারণা চালাত বলে তদন্তে জানা গেছে। অভিযোগ, দূরপাল্লার ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের কাছে নিজেদের টিকিট পরীক্ষক পরিচয় দিত তারা। হাওড়া বা শিয়ালদহগামী ট্রেনে উঠতে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে দ্রুত টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলত। সেই প্রলোভনে নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যেত অভিযুক্তরা।

সম্প্রতি দুই যাত্রী একইভাবে প্রতারিত হয়ে থানায় অভিযোগ জানান। তদন্তে নেমে পুলিশ মিথিলেশ কুমার ও কুমার মাহাতো নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, বাইরে থেকে আসা যাত্রীদের বিভ্রান্ত করাই ছিল ওদের কৌশল। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। স্টেশন চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যাত্রীদের পরিচয় যাচাই না করে কাউকে টাকা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২ ফাল্গুন ১৪৩২, রবিবার

শনিতে শেষ শুনানি, অনুপস্থিত সাড়ে ছ'লক্ষ, বাদ গেল বহু নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত শুনানির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির আগেই উঠে এল বিস্ময়কর তথ্য। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ব্যক্তি নির্ধারিত শুনানিতে হাজির হননি। এই বিপুল গরহাজিরা ঘিরে প্রশাসনিক মহলে উদ্বেগ স্পষ্ট। নির্বাচন কমিশন-এর এক কর্তা জানান, যাঁদের নথি বা তথ্যের অসঙ্গতি ছিল, তাঁদেরই ডাকা হয়েছিল। উপস্থিত থাকলে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। বিশেষত উত্তর কলকাতায় অনুপস্থিতির হার সর্বাধিক। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, সেখানে ভোটার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় যাচাই প্রক্রিয়া জটিল হয়েছে। অভ্যন্তরীণ প্রাথমিক বিশ্লেষণে ইঙ্গিত মিলেছে, এই অনুপস্থিতদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার নাম সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। যদিও কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে, সংখ্যা এখনও চূড়ান্ত নয়, যাচাই চলবে। শুনানিতে না আসায় বহু নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দপ্তর জানিয়েছে, বাদ পড়লে কারণ দর্শিয়ে পৃথক নোটিস দেওয়া হবে এবং পুনরায় আবেদন করার সুযোগ থাকবে। তবে ভোটের মুখে এমন পরিসংখ্যান স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল বাড়িয়েছে। এর আগে বিশেষ পর্যালোচনা পর্বে প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবারও উত্তর কলকাতার অস্বাভাবিক অনুপস্থিতি ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে।

নির্বাচন দপ্তর জানিয়েছে, তথ্যগত ত্রুটি, ঠিকানার অসামঞ্জস্য বা মানচিত্রে না-মেলা রেকর্ড, এ ধরনের নানা কারণে বিপুল সংখ্যক নোটিস জারি হয়েছিল। শুনানির পর আপাতত কয়েক লক্ষ নাম তালিকা থেকে সরানো হচ্ছে; ফলে মোট বাদ পড়ার সংখ্যা ছ' লক্ষের বেশি ছুঁতে পারে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, এত বড় পরিসরে কাজ করেও প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মানের বিচারে এ রাজ্যের কাজ সেরাদের মধ্যে থাকবে। তাঁর সংযোজন, অল্প সময়ের অস্বস্তি থাকলেও দীর্ঘমেয়াদে উপকার মিলবে। নির্বাচন দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, শুরুতে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত কোটিরও বেশি। খসড়া প্রকাশের ধাপেই বিপুল নাম বাদ গিয়েছিল। সাম্প্রতিক শুনানির পর মোট বাদ পড়ার অঙ্ক বেড়েছে আরও। এখনও যাচাইয়ের কিছু ধাপ বাকি। কয়েক লক্ষ নথি পুনর্মূল্যায়ন হবে এবং পর্যবেক্ষকদের স্তরে আরও পরীক্ষা চলবে। প্রশাসনের দাবি, সব প্রক্রিয়া শেষ হলে তালিকা হবে আরও নির্ভুল ও হালনাগাদ।

প্রেম দিবসে...। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

শিলংগামী উড়ানে বোমা আতঙ্ক, বিমানবন্দরে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলংগামী এক উড়ানকে ঘিরে। নির্ধারিত সময়ে রওনা দেওয়ার আগেই বিমানের ভিতরে বিস্ফোরক থাকার ইঙ্গিত মেলে একটি অজ্ঞাত নোট থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই নিরাপত্তা প্রোটোকল জারি করে বিমানটিকে আলাদা নিরাপত্তা অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ওড়ার কথা ছিল ইন্ডিগো-র ৬ই৩০৭৪ নম্বর ফ্লাইটের। বোর্ডিং চলাকালীন শৌচাগারের ভিতরে পড়ে থাকা একটি কাগজে সন্দেহজনক বার্তা চোখে পড়ে কর্মীদের। বিষয়টি নজরে আসতেই যাত্রীদের দ্রুত নামিয়ে আনা হয় এবং বিমানটিকে 'আইসোলেশন বে'-তে নিয়ে গিয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়।

বিমানবন্দরের এক শীর্ষকর্তা বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। বার্তা পাওয়ার পরেই সমস্ত নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ তল্লাশি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। ঘটনায় সাময়িকভাবে উড়ান সূচিতে প্রভাব পড়লেও আতঙ্ক এড়াতে কর্তৃপক্ষ বারবার সংযমের বার্তা দিয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনী বিমানটির প্রতিটি অংশ খতিয়ে দেখছে। হুমকির উৎস এবং উদ্দেশ্য জানতে তদন্তও শুরু হয়েছে।

ফের কর্মসংস্থান ও নারী সুরক্ষা নিয়ে সরব শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন। বক্তব্যের শুরুতে মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা ইস্যুতে সরব হন।

তিনি দাবি করেন, রাজ্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী কাজের অভাবে দিশাহারা। বহু শিল্পপ্রকল্প থমকে আছে, মানুষ ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। যুবকল্যাণমূলক এক পুরনো প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর অভিযোগ, ঘোষণার তুলনায় উপভোক্তার সংখ্যা ছিল নগণ্য। যাদের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই আজও অনিশ্চয়তায়, বলেন তিনি। ওই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশের দাবিও তোলেন। নারী নিরাপত্তা নিয়েও সরব হন বিরোধী দলনেতা। পূর্ব মেদিনীপুরের এক পঞ্চায়েতস্তরের বিতর্কিত ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য,

অভিযোগ উঠলে তদন্ত হওয়া উচিত, আপস-মীমাংসা নয়। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা, শূন্যপদ ও শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হাজার হাজার পদ ফাঁকা পড়ে আছে, অথচ সরকার দায় এড়াচ্ছে। যুবসমাজকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বার্তা, চাকরি চাইছে বাংলা; এই দাবিই এখন মানুষের কণ্ঠস্বর।

অন্যদিকে, সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত একটি কথোপকথনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূচনা হল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স বার্তায় দাবি করেছেন, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কর্মস্থলের ভেতরেই শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ভাইরাল অডিওর উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, যদি জনপ্রতিনিধিও সুরক্ষিত না হন, তবে সাধারণ মহিলাদের অবস্থা কী? রাজ্যে নারীদের কাজের পরিবেশ ক্রমশ অনিরাপদ হয়ে উঠছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, শাসকদলের প্রভাবশালী মহলের আশ্রয়ে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিচ্ছে না। পোস্টে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, রাজনৈতিক পরিচয় দেখবেন না, অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করুন। সংশ্লিষ্ট থানার ওসি, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তাকে দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বানও জানান তিনি।

বিজেপির রাস্তাই ভরসা সিপিএমের

ইস্তেহারে প্রাধান্য পাবে সাধারণের মতামত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে নির্বাচনী রণকৌশলে বদল আনছে সিপিএম। দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে, এবারের ইস্তাহার তৈরিতে সরাসরি সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হবে। রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, শুধু দলীয় দপ্তরে বসে প্রতিশ্রুতি লেখা হবে না, মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশাই হবে ভিত্তি।

'বাংলা বাঁচাও' কর্মসূচির পর জনমত সংগ্রহের জন্য চালু হয়েছে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শিক্ষিত বেকার থেকে শুরু করে কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের দাবি জানাতে পারবেন। সেই পরামর্শের সারাংশ নিয়েই তৈরি হবে চূড়ান্ত নথি। সেলিমের কথায়, ইস্তাহার হবে মাটির মানুষের দলিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে বিজেপির সংকল্পপত্র কর্মসূচির মাধ্যমে জনমত নেওয়ার উদ্যোগ করেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ইস্তাহার প্রণয়নে অংশগ্রহণমূলক এই কৌশল এখন বড় দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ককে জটিল কিন্তু প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতা দ্রুত চূড়ান্ত করার নির্দেশও দেন তিনি। ১৯-২০ তারিখের রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

চিৎপুরে রাতে লুঠ, হেনস্তা মহিলা কর্মীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার চিৎপুরে গভীর রাতে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দুষ্কৃতীরা একাধিক কম্পিউটার, মনিটর, সিপিইউ ও প্রিন্টার নিয়ে চম্পট দেয়। প্রাথমিকভাবে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সময় কেন্দ্রে উপস্থিত এক মহিলা কর্মী বাধা দিতে গেলে তাঁকে ভয়ভীতি দেখানো ও অশালীন আচরণের শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ঘরের আসবাবপত্রেও ভাঙচুর চালানো হয়। আক্রান্ত কর্মীর দাবি, প্রাণভয়ে চুপ করে থাকতে হয়েছে, নইলে আরও বিপদ হতে পারত। স্থানীয়দের প্রশ্ন, থানার দূরত্ব সামান্য হওয়া সত্ত্বেও এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল? তাঁদের একাংশের বক্তব্য, রাতে টহল বাড়ানো না হলে অপরাধ থামবে না। এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি উঠেছে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, চুরি, অনধিকার প্রবেশ ও মহিলাকে হেনস্তার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে, অভিযুক্তদের শনাক্তে তল্লাশি চলছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আতঙ্ক কাটেনি বাসিন্দাদের। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন সবার নজর।

ভোটার তালিকা বিতর্কে নবান্নকে কড়া বার্তা, ১৭ তারিখের মধ্যে এফআইআর বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা অনিয়মের অভিযোগে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে তলব করে কঠোর অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে হাজির হয়ে একাধিক নির্দেশ কার্যকর না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে হয় তাঁকে। বৈঠকের পর কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আগামী ১৭ তারিখের মধ্যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতেই হবে। গত অগস্টে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব ও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগে দুই ইআরও, দুই এআরও এবং এক ডেটা এন্ট্রি কর্মীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়েরের নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু নবান্ন শুধু সাময়িক বরখাস্ত ও বিভাগীয় তদন্তের কথা জানিয়ে অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল। মাসের পর মাস কেটে গেলেও ফৌজদারি মামলা হয়নি।

কমিশনের এক কর্তা বৈঠকের পর বলেন, আইনের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখতে যা যা প্রয়োজন, তা অবিলম্বে করতে হবে।

শীত বিদায়, উষ্ণতার ইঙ্গিত স্পষ্ট মহানগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফাল্গুনের প্রথম প্রহরেই বদলে গেল আবহাওয়ার মেজাজ। সকালের হালকা ঠান্ডা আর দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ মিলিয়ে এখন স্পষ্ট বসন্তের আগমনী বার্তা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, রাজ্য জুড়ে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির ঘরেই। দিনে শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। আগামী সপ্তাহে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ও ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে বলে পূর্বাভাস। আকাশ পরিষ্কার থাকবে। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহান্ত পেরিয়ে নতুন সপ্তাহেও বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম দিকের শীতল হাওয়ার প্রভাব ক্ষীণ হওয়ায় পারদ ঊর্ধ্বমুখী। এক আধিকারিকের কথায়, এখন থেকে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ; দুই তাপমাত্রাই ধাপে ধাপে বাড়বে, উষ্ণতার অনুভূতি স্পষ্ট হবে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে সবচেয়ে কম

তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে নদিয়ার কল্যাণীতে ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একই তাপমাত্রা ধরা পড়েছে উত্তরবঙ্গের পুণ্ডিবারিতেও।

উত্তরবঙ্গেও বাড়বে তাপমাত্রা। সপ্তাহ শেষে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুটোই বাড়তে পারে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। কালিম্পং-সহ সমতলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। মালদা-সহ নিচের দিকের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রির থাকবে। তবে আগামী তিন-চার দিন প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি। একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলেও আজকের আকাশ মূলত পরিষ্কারই থাকবে। আবহাওয়াবিদদের ইঙ্গিত, শীত কার্যত বিদায় নিয়েছে; এবার গরমের প্রস্তুতি নেওয়ার শুরু।

মমতা ব্যানার্জি নিজেই ভুয়ো আইনজীবী: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী পরিচয় নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত চত্বর থেকে পুলিশ চারজন ভুয়ো আইনজীবীকে আটক করেছে। শনিবার কাঁকিনাড়ার জ্যোতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'জ্যোতি প্রতিভা সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জি নিজেই ভুয়ো আইনজীবী। কোন কলেজ থেকে এলএলবি পাশ করেছেন, সেটা উনি দেখাক। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি তদন্ত হলে দেখা যাবে, মমতা ব্যানার্জির ব্যাচেলার অফ লজ অর্থাৎ এলএলবি ডিগ্রিটাই ভুয়ো। প্রসঙ্গত, এসআইআর ইস্যুতে সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টে সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইনজীবী না হলেও, সুপ্রিমকোর্টে দাঁড়ানো যায়। বিচারকের কাছে নিজের কথা বলা যায়। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর মণিরামপুরে ৮১ বছরের বৃদ্ধ খুনে ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলর তথা ব্যারাকপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কিন্তু নিজের স্ত্রীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য তাঁকে দু'দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফে এটা সাময়িক মুক্তি। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে তৃণমূল কাউন্সিলর প্যারোলে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু এটা খুনের ঘটনা। কোনওমতেই উনি ছাড়া পাবেন না। তাঁর অভিযোগ, আইনজীবীদের একাংশ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। নিহতের পরিবারকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন। সরকারি আইনজীবীর মাধ্যমেও ম্যানেজ করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, দু'মাস বাদে এই সরকার চলে যাবে। তারপর নিশ্চিতরূপে নিহতের পরিবার ন্যায় বিচার পাবেন। প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ার তথ্য আপলোড এবং অনিয়মের অভিযোগে শুক্রবার ভার্চুয়াল বৈঠকে ছয়টি জেলার জেলাশাসককে কমিশনের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, যারা বুথ রিগিংয়ে সহায়তা করবে। তাদের চাকরি যাবে এবং জেলে ঢুকতে হবে। আর যারা অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে, তাদেরকে সাসপেন্ড করতে হবে।

কমিশন এই ধরনের কড়াকড়ি করলে জেলাশাসকরা শুধরে যাবে। বামআমলের একাংশ পুলিশ অফিসারের তারিফ করে এদিন তিনি বলেন, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে নষ্ট করেছে পুলিশ আর তৃণমূল সরকার। কিন্তু বামআমলে অপরাধে যুক্ত অপরাধীদের প্রকাশ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন কিছু অফিসার। তৎকালীন সময়ে অপরাধ করলে শাস্তির বার্তা দেওয়া হত। ঘাসফুল জমানায় সেই বার্তা ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, তৃণমূল জমানায় অপরাধীরা বুঝে গেছে বেশি অপরাধ করলে তাদের গ্রেড বাড়বে। তারা কেউ কাউন্সিলর কিংবা বিধায়ক হতে পারবে। তৃণমূল বাংলায় এই কালচার এনে দিয়েছে। তাঁর দাবি, শুধু ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল নয়। পুরো রাজ্যের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে এসএসসি-জিডি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে। তাদেরকে এদিন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পাশাপাশি পুলওয়ামায় নিহত বীরদের এদিন স্মরণ করা হয়। জ্যোতি ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে শতাধিক তরুণ-তরুণী আধা সামরিক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের জন্য লড়তে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন আছেন যারা জ্যোতি ফাউন্ডেশনের ফ্রি লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে আধা সামরিক বাহিনীতে চাকরি পেয়েছে। এঁদেরকে এদিন সংবর্ধিত করা হল। এটা খুব ভালো উদ্যোগ। তাঁর অভিযোগ, একটা সময় এলাকার বহু যুবকের চাকরি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করানো হয়েছিল। তদন্তে ধরা পড়েছিল, যারা এলাকার নাগরিক নন, তাদেরকেও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। সিবিআই তদন্তের পর ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বদলেছে। জ্যোতি প্রতিভা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে এদিন প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন জ্যোতি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে অশোক সোনি ও শঙ্কর সিং, আইনজীবী উত্তম চৌধুরী, রাজু শ্রীবাস্তব, রাজ বিশ্বাস-সহ বিশিষ্টজনেরা।

৮,৫০৫ জন গ্রুপ বি আধিকারিকের তালিকা ফেরত পাঠাল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের টানাপোড়েন আরও জোরালো হল। রাজ্যের পাঠানো ৮,৫০৫ জন গ্রুপ বি আধিকারিকের তালিকা ফেরত পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের দাবি, নথিতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক তথ্যের ঘাটতি থাকায় তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কমিশন সূত্রের বক্তব্য, প্রেরিত তালিকায় কার পদমর্যাদা কী, কে কোন গ্রেডভুক্ত, এমনকী কতজন এআরও হিসেবে দায়িত্বে আছেন; তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এভাবে তালিকা গ্রহণযোগ্য নয়। সংশোধিত ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য-সহ নতুন তালিকা পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিষয়টি নিয়ে শুনানিতে নজর রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশন ঘনিষ্ঠ মহলের ইঙ্গিত, আদালতের নির্দেশ মেনেই তালিকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে অসঙ্গতি থাকলে তা

আদালতের নজরে আনা হবে। ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, এসআইআর কার্যক্রমে সহায়তার জন্য বিপুল সংখ্যক গ্রুপ বি অফিসার দেওয়া হবে। তবে ৯ ফেব্রুয়ারির শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, পূর্ণাঙ্গ তালিকা আগে কমিশনের কাছে পাঠানো হয়নি; তাদের সম্মতির অপেক্ষা করা হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত আদালতেই কমিশনের আইনজীবীর হাতে নথি তুলে দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, এমন স্পর্শকাতর প্রক্রিয়ায় তথ্যের ঘাটতি কেন রয়ে গেল। সংশোধিত তালিকা পাঠানোর পরই পরবর্তী পদক্ষেপ স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বড় লজ্জা! সভ্যতার পাঠ দিতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টকে

লজ্জাজনক বললেও বোধহয় কম বলা হয়। কারণ, সভ্য, ভদ্র আচার, আচরণগুলো আমাদের ছোটবেলাতেই শেখানো হয়। কখনও বাবা। মা, গুরুজন, কখনও স্কুল, শিক্ষকদের কাছ ঘেকেই এই পাঠ নিয়ে থাকি আমরা। যা সারাজীবন মেনে চলি আমরা। আমাদের আচার, আচরণ থেকে শিখবে নতুন প্রজন্ম। এটাই নিয়ম, এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু আজ এসে মনে হচ্ছে আমাদের বেশির ভাগেরই ছোটবেলার শিক্ষাটা বোধহয় অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। নয়তো আমরা সেটা ভুলে গিয়েছি। তাই ২০২৬- এ এসে আজ আমাদের সভ্যতার পাঠ দিতে আসরে নামতে হল খোদ সুপ্রিম কোর্টকে। এটা বড়সড় লজ্জা, সেটা স্বীকার করে নিতে হবে। প্রশ্নটা হল, বিষয়টা কী? এক কথায় সমস্যার নাম গুটখা। না, হাসবেন না, এই গুটখার দাপট রুখতেই এবার আসরে নামতে হল দেশের শীর্ষ আদালতকে। বাস্তবটা হল, গুটখা সমস্যায় জর্জরিত দেশ। রেল স্টেশন, ট্রেনের কামরা, বিমানবন্দর থেকে ব্রিজ, সড়ক থেকে সরকারি দফতর সর্বত্র গুটখাপ্রেমীদের ভালোবাসার লাল চিহ্ন। ২০২৩ সালের এক রিপোর্ট বলছে, যাত্রীদের পান-গুটখার পিক বা থুতু সাফ করতে প্রতি বছর রেলের খরচ হয় প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। চাঞ্চল্য জাগানো আরও একটি সমীক্ষা বলছে, গ্রামীণ পরিবারগুলো তাদের মোট খরচেট মাত্র ২.৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে খরচ করে। অথচ ৪ শতাংশ খ রচ করে গুটখা বা তামাকজাত পণ্যে। গ্রামীণ এলাকা বাদ দিন, খোদ সুপ্রিম কোর্টের অন্দরমহলও গুটখায় আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে রাশ টানতে অনেক কৌশল নেওয়া হলেও নিট ফল।শূন্যই থেকে গিয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তনে তাই আসরে নেমেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আদালতে আসা ব্যক্তিদের অনেকেরই পানমশলা, গুটখা ও তামাক চিবোনোর অভ্যাস রয়েছে। তাঁরা আদালত পরিসরের দেওয়ালের কোন, ওয়াশ বেসিন এবং পানীয় জলের জায়গায় থুতু ফেলছেন। এই বদ অভ্যাসের জেরে আদালত চত্বর নোংরা হওয়ার পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। এই ঘটনায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে। তাই আদালত চত্বরে এই অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সভ্য সমাজে এটা কি আদালতের কাজ!

শব্দছক ৭৩

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. জপের জন্য মালা ৪. ঘুঙুর ৬. একশো হাজারে যা হয় ৭. তাজা ৮. স্ত্রীলোকের স্ত্রী-বান্ধবী ৯. সমুদ্র বা নদীর তীর ১০. থমকে থমকে চলা ১২. মুখ ১৪. সুন্দরী রমণী ১৫. কাক ১৭. ভীতি ১৮. দেবতা ১৯. সমর-বাদ্য ২০ প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ২১. অন্ধকার ২২. পায়রা

ওপর-নিচ: ১. জলতলের ওপর দিয়ে রাস্তা ২. পাখা ৩. ঘুড়ির সুতো গোটানো থাকে যাতে ৪. পক্ক ৫. দুশ্চরিত্র ৮. সমস্ত ৯. পুত্র ১১. হালকা বাতাস ১৩. মুসলমানী নৃপতি ১৬. আম্রবৃক্ষ ১৭. ন্যাকামী ১৮. অহঙ্কার ১৯. চাকর ২০. নিশীথ

সমাধান ৭২ — পাশাপাশি: ১. ভোজন ৫. অবচেতনা ৮. কান্নাকাটি ৯. কালা ১২. কালো ১৩. রিসালা ১৫. কল্লোল ১৬. ব্যক্ত ১৭. জলজ ১৮. হামা ১৯. দায়ী ২০. নজর

ওপর-নিচ : ২. জগন্নাথ ৩. স্তব ৪. বেত ৫. অর্টিকালো ৬. চেলা ৭. নাদ ১০. বাসা ১১. নকল ১২. কালজয়ী ১৩. রিক্ত ১৪. লালিমা ১৬. ব্যঞ্জন ১৮. হার

আজকের দিন

- **১৯৮৯** — নয় বছরেরও বেশি সময় পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে তাদের সামরিক প্রত্যাহার সম্পন্ন করে।
- **২০০৩** — ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রতিবাদ।
- **২০১৩** — রাশিয়ার চেলিয়াবিনস্কে উল্কাপাতে ১,৫০০ জন আহত হয় এবং হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

জন্মদিন

রণধীর কাপুর

১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রণধীর কাপুরের জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশ্বের কনিষ্ঠতম ব্যক্তি গুল মহম্মদের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীরা জেসমিনের জন্মদিন।*

ভাতার অর্থপরিকল্পনা

বাংলার যুব সমাজের অন্ধকার এবং এক ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যৎ

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অন্তর্বর্তীকালীন অর্থপরিকল্পনা, যার মোট পরিমাণ ৪.০৬ লক্ষ কোটি টাকা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দ্বারা 'জনপ্রিয়' এবং 'অর্থনৈতিক অনুশাসন' বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এই দাবি একটি রাজনৈতিক প্রচারণা মাত্র। বাস্তবে, এটি চাকরি সৃষ্টির পরিকল্পনা নয়, বরং ভাতা-ভিত্তিক জনপ্রিয়তাবাদের একটি কুখ্যাত উদাহরণ, যা যুবকদের স্বনির্ভরতা ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের নির্ভরশীলতার অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দেয়। যুবশ্রী প্রকল্পের মতো পরিকল্পনাগুলি যুব সমাজকে চাকরির পরিবর্তে ভিক্ষা দিয়ে প্রলোভিত করে, যা পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বিস্ফোরকভাবে বাড়িয়ে বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। এই সম্পাদকীয়তে আমরা এই অর্থপরিকল্পনার রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং দুর্বলতাগুলি তীক্ষ্ণভাবে ছিন্নভিন্ন করব, যা ভোটব্যাঙ্কের জন্য রাজ্যের ভবিষ্যতকে বলি দিয়েছে।

এই অর্থপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হল মহিলা, যুবক এবং সামনের সারির কর্মীদের জন্য নগদ ভাতা বৃদ্ধি, যা একটি নির্বাচনী ছলনা মাত্র। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পরিকল্পনায় মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মহিলা ভোটারদের কেনার চেষ্টা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মজুরি ১, ০০০ টাকা বৃদ্ধি এবং গিগ কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা , এগুলি সাময়িক মলম, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়। মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় অর্থপরিকল্পনাকে 'দিকহীন' বলে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তার নিজের অর্থপরিকল্পনাটি আরও খারাপ , এটি 'দৃষ্টিহীন, কর্মহীন এবং জনবিরোধী'। বিজেপির নেতা অমিত মালবিয়া সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ বিভাগে মাত্র ১,৪৮৩.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ, যখন সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ৫,৭১৩.৬১ কোটি টাকা। এটি উন্নয়ন নয়, স্পষ্টতই 'তোষণ রাজনীতি' , সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করার জন্য শিল্পায়নকে ত্যাগ করা। মমতা সরকারের এই তোষণ রাজ্যকে পিছিয়ে ফেলেছে, যেখানে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

যুবশ্রী প্রকল্পটি এই অর্থপরিকল্পনার সবচেয়ে কলঙ্কিত অংশ। 'বাংলার যুব সাথী' নামে নতুন পরিকল্পনায় ২১-৪০ বছরের বেকার যুবকদের মাসিক ১,৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে, কিন্তু চাকরি সৃষ্টির কোনো পথনকশা নেই। এটি যুবকদের উদ্যোগী হওয়া থেকে বিরত রাখে, তাদের ভাতার দাস করে তোলে। ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে , বাংলার যুবকরা গুজরাত, মহারাষ্ট্র বা দিল্লিতে কাজ খুঁজতে বাধ্য, কারণ এখানে শিল্পের ছায়াও নেই। অর্থপরিকল্পনায় তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় মাত্র ২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ , এটি একটি হাস্যকর পরিমাণ, যা যুবকদের দক্ষতা বিকাশের জন্য অপর্যাপ্ত। উত্তরবঙ্গের অবহেলা বিজেপি দ্বারা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাজ্যের অসমতুল উন্নয়নকে প্রকাশ করে। এই হতাশা যুব সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে , 'মাতাল বাড়বে অন্ধকারে', কারণ চাকরির অভাবে তারা মাদকাসক্তি, অপরাধ বা হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। মমতা সরকারের এই নীতি যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, রাজ্যের মানবসম্পদকে নিশ্চিহ্ন করে। এই অর্থপরিকল্পনা কেন্দ্রীয় অর্থপরিকল্পনাকে সমালোচনা করে নিজের দুর্নীতি ঢাকার চেষ্টা করেছে। মমতা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় অর্থপরিকল্পনায় বাংলার জন্য কিছু নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থপরিকল্পনায় নিবেদিত মালপত্র পরিবহন পথ, পূর্ব উপকূল শিল্প পথ এবং উচ্চগতির রেল পথের মতো প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, যা বাংলার শিল্পায়নকে উন্নত করবে। বিজেপির বিরোধী দলনেতা সুবেন্দু অধিকারী সঠিকভাবে বলেছেন যে এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের সম্ভাবনা বাড়াবে। কিন্তু মমতা সরকার কেন্দ্র থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকার দাবি করে, যখন রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ দুর্বল এবং ঋণের বোঝা বিপুল। এটি রাজনৈতিক খেলা , কেন্দ্রকে দোষারোপ করে নিজের অকর্মণ্যতা আড়াল করা। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সাথে সম্পর্ক ভালো হলেও, এটি শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে একটি মুখোশ।

অর্থপরিকল্পনার প্রচারমূলক পোস্টারগুলিতে মমতা ব্যানার্জির ছবি এবং ভাতা-সংক্রান্ত ঘোষণা দেখে স্পষ্ট যে এটি নির্বাচনী অর্থপরিকল্পনা। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প মহিলাদের লক্ষ্য করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের অভাব। বিজ্ঞান শিক্ষায় ১২ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষায় ১৫০ কোটি , এগুলি অপর্যাপ্ত এবং হাস্যকর। ফলে শিক্ষিত যুবকরা চাকরি না পেয়ে পরিযান করছে, রাজ্যের মস্তিষ্কপ্রবাহ ঘটছে। মমতা সরকারের এই তোষণ এবং জনপ্রিয়তাবাদ রাজ্যকে পিছিয়ে ফেলেছে, যেখানে শিল্পায়নের পরিবর্তে ভাতা বিতরণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিজেপির সমালোচনা সঠিক , এটি উন্নয়নের পরিবর্তে ভোটব্যাঙ্ককে প্রাধান্য দেয়। এই অর্থপরিকল্পনা সাময়িক ভোট জিততে পারে, কিন্তু বাংলার অর্থনীতি স্থবির এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত। যুবশ্রী-এর মতো পরিকল্পনাগুলি যুবকদের উদ্যোগশীলতা ছিনিয়ে নেয়, তাদের নির্ভরশীল করে তোলে। পরিযায়ী শ্রমিক বাড়লে রাজ্যের মানবসম্পদ হারায়, অর্থনীতি ধসে পড়ে। যুব সমাজের অন্ধকার এবং ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যত এড়াতে চাইলে সরকারকে চাকরি সৃষ্টি, শিল্পায়ন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করতে হবে। না হলে এটি শুধু ভাতার অর্থপরিকল্পনা হয়ে থাকবে, যা রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। নির্বাচনের আগে এই তীক্ষ্ণ সমালোচনা অপরিহার্য, যাতে ভোটাররা সত্য দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মমতা সরকারের এই রাজনৈতিক ছলনা আর সহ্য করা যাবে না , বাংলাকে উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বেবি চক্রবর্তী

পলাশীর যুদ্ধের এক বছর পর ১৭৫৮ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুর গ্রামের কেন্দ্রস্থলে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে নির্মাণ কার্য শুরু করে। উক্ত গ্রামের বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং তালতলা কুমোরটুলি ও শোভাবাজার অঞ্চলে জমি জমির দেওয়া হয়। ১৭৭৭ সালে দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। যে ব্যাঘ্র -সংকুল জঙ্গলটি চৌরঙ্গী গ্রাম থেকে নদীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সেই জঙ্গলটি কেটে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। এর ফলে কলকাতার গৌরব ময়দানের বিস্তৃর্ণ তৃণক্ষেত্রটির সৃষ্টি হয়। এই মুক্ত প্রাঙ্গণের উদ্ভাব এবং দক্ষিণের বসতি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা খালটি বুজিয়ে দেওয়ার ফলে ইউরোপীয় বাসিন্দাদের দুর্গের আবদ্ধ সংকীর্ণ পরিমণ্ডল ত্যাগ করতে শুরু করেন। অবশ্য ১৭৪৬ সাল থেকেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাসিন্দাদের সরে আসা শুরু হয়েছিল। পাঁচ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ময়দান গড়ে তোলা হয়েছিল যেখানে সেনাবাহিনীর প্যারেড গ্রাউন্ড হিসেবে ইউরোপীয় ময়দানের আশেপাশে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। পরে ভারতীয় এই অঞ্চল পরিত্যাগ করেন। এখানে ধনী পরিবার গুলিমধ্যে দেব পরিবার শোভাবাজারে, ঠাকুর পরিবার জোড়া শক্ত ও পাথুরিয়া ঘাটায় এবং ঘোষাল পরিবার ভূকৈলাসে (খিদিরপুর) চলে যায়।

পাঁচ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ময়দান গড়ে তোলা হয়েছিল সেনাবাহিনীর প্যারেড গ্রাউন্ড হিসেবে। ইউরোপীয়রা ময়দানের আশেপাশে বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে, ভারতীয় এই অঞ্চল পরিত্যাগ করেন। ধনী পরিবারগুলির মধ্যে দেব পরিবার শোভাবাজারে, ঠাকুর পরিবার জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটায় এবং ঘোষাল পরিবার ভূকৈলাসে (খিদিরপুর) যান। ময়দান গঠনের সময় থেকেই এটি সেনা সম্পত্তি। সেনাবাহিনীই ময়দানের মালিক। তবে ময়দানের প্রশাসন পুলিশের হাতে ন্যস্ত। একাধিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে পুলিশকে ময়দানের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দিকটিও সামলাতে হয়। জানা যায়, ১৮৬০-এর দশক থেকেই ময়দান ভারতীয় ও ইউরোপীন চোরেদের আড্ডা। আইনত ১৮৪৭ সালের ১৬ নং আইন অনুযায়ী দুর্গ ও ময়দান নগর কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকার বাইরে অবস্থিত।

রাস্তা ও ট্রামলাইন ছাড়া কোনোপ্রকার নির্মাণকার্য করা হয়নি। তবে এই অঞ্চলের আশেপাশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনা গড়ে উঠেছে। ১৮৮২ সালে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশন চৌরঙ্গী থেকে খিদিরপুর ও কালীঘাট পর্যন্ত যে বাষ্পচালিত ট্রাম চালানো শুরু করে, তা চলত ময়দানের উপর দিয়েই। ১৮৮৯ সালে এখানে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলাচল শুরু হয়। ক্ষ্মময়দানের প্রাচীনতম রাস্তাটি হল 'দ্য কোর্স'। এটি উত্তরে 'ককড হ্যাট' থেকে খিদিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পশ্চিমদিকের 'ব্রড গ্র্যাভেলড ওয়াক' ছিল রেড রোডের একটি অংশ। এটি নির্মিত হয় ১৮২০ সালে। দুর্গের দক্ষিণে এলেনবরো কোর্স নির্মিত হয় অশ্ব প্রশিক্ষণের জন্য। এর পূর্বদিকে রেসকোর্স চালু হয় ১৮১৯ সালে। এই ছিল এক শতাব্দীকাল পূর্বের চিত্র।ক্ষ্ম লাটভবন (বর্তমান রাজভবন) নির্মিত হয় ১৮০৩ সালে। ৪৮ মিটার উঁচু অক্টারলোনি মনুমেন্ট এখন শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৮৪৮ সালে। ১৮১৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে জাদুঘর স্থাপিত হয়। তবে ভারতীয় সংগ্রহালয় রূপে বর্তমান ভবনে তা উঠে আসে ১৮৮৭সালে। সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রাল নির্মিত হয় ১৮৩৯ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৮৭৪ সালে এই গির্জার পবিত্রকরণ (কনস্যাক্রেট) করা হয়। ১৯২১ সালে নির্মিত হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। ময়দানের এক কোণে, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এই কলেজ বহুকাল আগে অবলুপ্ত হলেও বাংলা সহ একাধিক ভারতীয় ভাষার বিকাশে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ক্রিকেট স্টেডিয়াম হিসেবে ময়দানে গড়ে ওঠে ইডেন গার্ডেনস। পরবর্তীকালে নির্মিত হয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। এম. পি. বিড়লা তারামণ্ডল, এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানকেন্দ্র। রবীন্দ্রসদন, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস এবং নন্দন এখানকার তিনটি প্রধান প্রেক্ষাগৃহ। কলকাতার আদি জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার তাঁদের আদি বসতি হালিশহর থেকে নব্য বসতি বড়িশা পর্যন্ত যে রাস্তাটি 'নির্মাণ করান, সেটি ময়দানের পাশ দিয়ে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী চৌরঙ্গীর উপর দিয়ে যেত। ময়দানের পূর্ব সীমান্তে কলকাতা মেট্রোর টালিগঞ্জ এসপ্ল্যানেড শাখাটি নির্মাণ করতে প্রায় সাত বছর সময় লাগে। মেট্রোর ময়দান-সংলগ্ন স্টেশনের সংখ্যা ৩-এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট ও ময়দান। রবীন্দ্র সেতু ময়দান অঞ্চল থেকে অনেকটা দূরে হলেও হুগলি নদীর উপর নির্মিত দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু ময়দানের একটি অংশের উপর নির্মিত হয়।

অতীতে ময়দান ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন গভর্নর জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীদের মূর্তি দ্বারা শোভিত ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন লর্ড কার্জন, কিচনার, রবার্টস, লর্ড মিন্টো, নর্থব্রুক, লর্ড ক্যানিং ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা অতীতে কলকাতার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর কয়েক বছরে একটি-দুটি মূর্তি ময়দান থেকে অপসারিত করা হয়। ১৯৬৯ সালে শেষ যোলোটি মূর্তি অপসারিত করা হয়। এর পরে এই সকল মূর্তির শূন্য বেদীতে মহাত্মা গান্ধী, রামমোহন রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীঅরবিন্দ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইন্দিরা গান্ধী, গোষ্ঠ পাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। এসপ্ল্যানেডের উত্তর-পূর্ব কোণে লেনিন জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি লেনিন মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে।

অতীতে ময়দানে কলকাতা পুস্তকমেলা, হ্যান্ডলুম এক্সপো, শিল্প ভারত বাণিজ্য মেলা, ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা, বিদ্যাসাগর মেলা, লেক্সপো ইত্যাদি একাধিক বৃহৎ মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হত। ময়দানের মতো মাঠ থাকায় কলকাতায় দিল্লির প্রগতি ময়দানের ধাঁচে মেলার জন্য নির্দিষ্টি প্রাঙ্গণ তৈরির প্রয়োজন পড়েনি। এই সব মেলায় প্রচুর জনসমাগম হত। ফলে অনিবার্যভাবে ময়দানের পরিবেশের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং এই সম্পর্কিত একাধিক জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করা হয়। সেনাবাহিনীকে এ ব্যাপারে সতর্কিত করা হলে তারাও ময়দান থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের ধারে মেলাগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। এমনকি ময়দানে বইমেলা আয়োজনেরও বিরোধিতা শুরু হয়। ২০০৩ সালের ১৭তম শিল্প ভারত বাণিজ্য মেলায় ৭০০ প্রদর্শনী এবং ৮০০, ০০০ দর্শক অংশ নিলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নিরুপম সেন ইএম বাইপাসের ধারে একটি স্থায়ী মেলাপ্রাঙ্গণ স্থাপনের যৌক্তিকতার কথা বলেন। তিনি জানান মেলার সহউদ্যোক্তা বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই প্রকল্পে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক। ২০০৪ সালে ২৯তম কলকাতা পুস্তকমেলায় ২, ৪৭৫, ০০০ মানুষের সমাগম ঘটে। উদ্যোক্তারা জানান তাঁরা পরের বছরও ময়দানে মেলা আয়োজনের জন্য পুলিশ কমিশনার ও প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ২০০৫ সালে কলকাতার অগ্রণী ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান। ২০০৫ সালেই বলা হয় ময়দানে শেষ বইমেলা হবে ও পরের বছর থেকে ইএম বাইপাসের ধারে নির্দিষ্টি মেলাপ্রাঙ্গণে বইমেলা আয়োজিত হবে। কিন্তু মেলাপ্রাঙ্গণের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেনা কর্তৃপক্ষ ২০০৬ সাল অবধি ময়দানে বইমেলার অনুমতি দেন। ২০০৭ সাল থেকে ময়দানে বইমেলা আয়োজন নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। কলকাতা হাইকোর্ট ময়দানে বইমেলা আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে অবশেষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন প্রাঙ্গণে সেই বছর বইমেলা আয়োজিত হয়। অন্যান্য মেলাগুলিকে অবশ্য আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ময়দানে একাধিক ক্ষুদ্রাকার সবুজ বাংলো অবস্থিত। এগুলি বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি। খেলাধুলোর জন্য ময়দানে ছোটো ছোটো খেলার মাঠও রয়েছে। বড়ো বড়ো ক্লাবগুলির নিজস্ব মাঠ কাঠের গ্যালারি দিয়ে বাঁধানো। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানের প্রধান ক্রীড়াসংস্থা। এছাড়াও অনেক ছোটো ক্লাবের তাঁবুও ময়দানে অবস্থিত। ১৮০৪ সালের জানুয়ারি মাসে কোম্পানির পুরনো এটোনিয়ানরা ময়দানে একটি দুইদিনের ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন। এটিই ময়দানে আয়োজিত প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ। বিশ্বের প্রাচীনতম হকি টুর্নামেন্ট বেইটন কাপ চালু হয় ১৮৯৫ সালে। এটি ময়দান ভারতীয় ফুটবল সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ সাধারণত মোহনবাগান মাঠে আয়োজিত হত। অ্যাসোসিয়েশনেরও স্নায়ুকেন্দ্র। খেলাধুলো ও সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ছাড়াও ময়দানে অন্যান্য কিছু কাজও হয়। এখানকার পুকুরগুলিতে ধোপারা কাপড় কাছে এবং মাঠে পশুপালকেরা ভেড়া, ছাগল, গোরু ইত্যাদি চরায়। সকালে অনেকেই এখানে প্রাতঃভ্রমণের জন্য আসেন।

পুরনো দিনে হ্যাকনে ঘোড়ার গাড়িতে পর্যটকদের ঘুরিয়ে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও রয়েছে ময়দানে। ১৯০২ সালে জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান বাইস্কোপ নিয়ে এলে ময়দানে একটি তাঁবুতে সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবির ভাটিং-ও ময়দানে হয়েছে।

ময়দানের জীবন কলকাতার জনজীবনের এক টুকরো প্রতিচ্ছবি। এই ময়দান কলকাতা কল্লোলিনীর প্রাণকেন্দ্রের টুকরো সময়ের বিশেষ অংশ।

---

৭৮ চর্চাবাসর

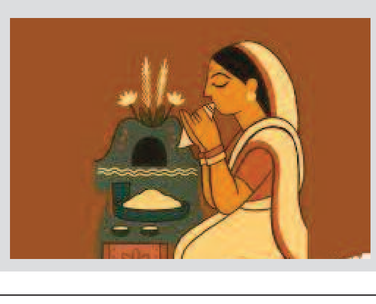

প্রাচীন বাংলা শব্দ রান্ধনা (রান্ধনা) থেকে এসেছে। এই শব্দটির গভীর ইন্দো-আর্য মূল রয়েছে। বাংলা শব্দ 'রান্না' (রান্না) এর অর্থ রান্না অথবা তাপ ব্যবহার করে খাবার তৈরির কাজ। এটি খাবার তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মধ্যে রয়েছে কাটা, মশলা তৈরি এবং রান্না।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাদুড়িয়ায় নৃশংসভাবে খুনে উদ্ধার দেহাংশ, গ্রেপ্তার বিএলও-সহ এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: ভোটারকে এসআইআর-এর তথ্য দেওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন বিএলও-র। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীর পরোকীয়ার কারণেই বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল ও তাঁর বন্ধু সাগর গাইনের হাতে খুন হতে হল বছর ৩৬-এর নারিরি আলিকে। সাগর গাইনকে মোটা টাকার সুপারি দিয়েছিল বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল।

বিএলও ও তাঁর বন্ধুকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। পাশাপাশি ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ নারির আলি'র টুকরো টুকরো দেহাংশের একাধিক প্যাকেট বিভিন্ন খাল ও নদী থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, হাত-পায়ের আট টুকরো চাতরা ব্রিজের তলা থেকে, দেহাংশ পাওয়া গেছে চারঘাট ব্রিজের তলায়, মাথা মিলেছে গোবরডাঙা শ্মশানের কাছে ব্রিজের তলা থেকে। অর্থাৎ নৃশংসভাবে খুনের পর প্রমাণ লোপাট করতে বিভিন্ন জায়গায় দেহের অংশ ফেলেছিল অভিযুক্ত বিএলও ও তার বন্ধু। ইতিমধ্যেই খুনে ব্যবহৃত ধারালো একটি অস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কে কে যুক্ত তার খোঁজ করছে পুলিশ।

৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে বাদুড়িয়ার পাপিলা এলাকার বাসিন্দা নাসির আলি নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই দিন তাঁর ফোনে এইআরও-এর পরিচয় দিয়ে ফোন করে তার মায়ের এসআইআর সংক্রান্ত কারণে আধার কার্ড, ভোটার কার্ডের জেরক্স চেয়ে ডাকা হয়। কোথায় দিতে হবে ফোনে সেই ঠিকানাও জানানো হয়। নাসির আলি তড়িঘড়ি মায়ের আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের জেরক্স নিয়ে বাড়ি থেকে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, তার ১৫ মিনিট পর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, এমনকি তাঁর ফোনের স্যুইচ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নাসিরের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। ১০ ফেব্রুয়ারি খালের ধারে নাসির আলির জুতো পাওয়া যায়। সেই জুতোর নিশানা ধরে ওই খালের ভেতর থেকেই উদ্ধার হয় তার মোটরবাইক। কিন্তু নাসিরের কোনও খোঁজ সেদিনও মেলে নি। এরপর নাসিরের প্রতিবেশী এবং গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে তেঁতুলিয়া মসলন্দপুরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁরা পুলিশকে কিছু তথ্য দেন। তার ঠিক পরের দিন অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে স্থানীয় ২২ নম্বর বুথের বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল ও তার বন্ধু সাগর গাইনকে। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে শুক্রবার রাতেই বাদুড়িয়ার বিভিন্ন ব্রিজের তলা থেকে এবং খাল থেকে উদ্ধার করে নাসির আলি দেহ। এই পাশবিক খুনে হতবাক এলাকার মানুষ। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডল ও খুন হওয়া নাসির আলি দু'জনেই একসঙ্গে পড়াশোনা করে বড় হয়েছে। তাঁরা একে অপরের বন্ধু ছিল।

উল্লেখ্য, নাসির আলির স্ত্রী বিউটি খাতুন বিবি সঙ্গে বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডলের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় বছর দেড়েক আগে থেকে। নাসির আলির বাড়িতে তার ছোট ছেলেকে পড়াতে আসতো রিজওয়ান। বিষয়টি জানার পর থেকে দুই বন্ধুর সম্পর্কে চিড় ধরে। সম্প্রতি তাদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে গন্ডগোলও হয়। এরপরেই বন্ধুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে রিজওয়ান। বন্ধু সাগর গাইনকে সঙ্গে নিয়ে রিজওয়ান ফোন করে এইআরও নাম করে সারের নথি নিয়ে ডাকে নাসিরকে। তারপরেই পরিকল্পনা মত খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেয় তারা।

রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক

আরামবাগে আগাম ময়দানে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নতুন বছর পড়তেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংগঠন মজবুত করা ও জনসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে আরামবাগ শহরে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারে নামল বিজেপি। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যেই গেরুয়া শিবিরের দেওয়াল লিখন চোখে পড়ছে। আরামবাগ বাস স্ট্যান্ড, বসন্তপুরমোড় রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা, প্রপেসার পাড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিজেপির কর্মীরা দেওয়াল লিখনে ব্যস্ত। 'রাজ্যের পরিবর্তন চাই', 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি চাই', '২০২৬-এ পদ্ম ফুটবেই', এমন নানা স্লোগানে শহরের একাধিক দেওয়াল ভরে উঠছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি শুধুমাত্র প্রচারের সূচনা নয় বরং আগাম শক্তি প্রদর্শনও বটে। প্রসঙ্গত, আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা কেন্দ্র বর্তমানে বিজেপির দখলে রয়েছে। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক হলেন মধুসূদন বাগ। ফলে এই অঞ্চলে দলীয় সংগঠন ধরে রাখা এবং আরও বিস্তার ঘটানো বিজেপির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভোট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বুথভিত্তিক বৈঠক, কর্মী সম্মেলন এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচিও নেওয়া হবে।

রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই দেওয়াল লিখন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করে তৃণমূল। তবে সেই নির্বাচনের পর থেকেই বিজেপি রাজ্যে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে অশান্তি, একাধিক আর্থিক কেলেঙ্কারি, বিভিন্ন ইস্যুতে শাসক দলকে আক্রমণ শানিয়ে আসছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে শাসক দলও উন্নয়নমূলক প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক শক্তির ওপর ভর করে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে। ফলে ২০২৬ সালের লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে, তা রাজনৈতিক মহলে প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন দেওয়াল লিখন কর্মসূচি চলাকালীন আরামবাগের বিজেপি নেতা সুমন তেওয়ারি বলেন, '২০২৬ সালে রাজ্যে পরিবর্তন আনতে আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। সাধারণ মানুষ বর্তমান সরকারের নানা দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ। সেই ক্ষোভকে ভোটে পরিণত করাই আমাদের লক্ষ্য।' অন্য নেতা সৌভিকের কথায়, 'আরামবাগ মহকুমার চারটি আসনে বিজেপির জয় প্রমাণ করে মানুষ আমাদের পাশে আছে। আমরা মানুষের আস্থা আরও বাড়াতে চাই।'

পুলওয়ামার শহিদদের স্মরণে আরামবাগে বিজেপির শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পুলওয়ামায় শহিদ বীর জওয়ানদের স্মরণে আরামবাগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। এদিন আরামবাগ রেল স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে জঙ্গি হামলায় ৪০ জন জওয়ান শহিদ হন। সেই ঘটনার স্মৃতিকে সামনে রেখে এদিন আরামবাগে দলীয় কর্মীরা শহিদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং ধূপ জ্বালিয়ে নীরবতা পালন করেন। দেশাত্মবোধক স্লোগান ও 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর। বিধায়ক মধুসূদন বাগ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'পুলওয়ামার শহিদ জওয়ানরা দেশের নিরাপত্তার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন। তাঁদের ত্যাগ কোনোদিন ভোলার নয়। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা সর্বদা তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করব।' বিজেপির জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, '১৪ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে শুধু শোকের দিন নয়, এটি সংকল্পের দিনও। যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ভারতবর্ষ রাখে। শহিদদের রক্ত বৃথা যায়নি এবং যাবে না।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃত্বেরাও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং দেশরক্ষায় আত্মবলিদানকারীদের স্মরণে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কুমারগঞ্জে বামফ্রন্টের কর্মীসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে বিশেষ তৎপরতা শুরু করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। শনিবার সকালে কুমারগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারগঞ্জ ও প্রাণসাগর এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় কর্মীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কুমারগঞ্জে এই সভার কাজ শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান নেতা রঘুনাথ রায়। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই অধিবেশনে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের রণকৌশল ও বুথ স্তরের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রায় তিন শতাধিক দলীয় কর্মী এই সভায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা এবং রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তথা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কল্লোল মজুমদার। তাঁরা বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তাও দেন তাঁরা। এদিনের এই কর্মীসভায় অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ দাস, মানবেশ চৌধুরী, শীতেশ গুহ, আইয়ুব আলী মিঞা এবং মোফাজ্জল হোসেন। এছাড়াও দলের সামনের সারির মুখ হিসেবে সভায় অংশ নেন রণজিৎ কুমার তালুকদার, সুনীল কিস্কু ও দিপালী সরেন। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী চলা এই সভা দুপুর ১টা নাগাদ শেষ হয়। নির্বাচনের আগে এদিনের এই সফল কর্মসূচি দলীয় কর্মীদের মনোবল অনেকাংশেই চাঙ্গা করল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্ব।

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.25 Unaudited	31.12.24 Unaudited	31.12.25 Unaudited	31.12.24 Unaudited	31.03.25 Audited
Total income	2896	118	3664	1028	1454
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	125	(145)	113	2	(132)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^	198	(34)	498	6903	6828
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	198	(34)	498	6903	6927
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}]	198	(34)	498	6903	6931
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	0.60	(0.10)	1.51	20.90	20.98
Diluted:	0.60	(0.10)	1.51	20.90	20.98

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results: (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.25 Unaudited	31.12.24 Unaudited	31.12.25 Unaudited	31.12.24 Unaudited	31.03.25 Audited
Income from operations (Turnover)	2801	59	3006	562	949
Profit before tax	198	(34)	498	6903	6828
Profit after tax	198	(34)	498	6903	6927

Note:
1) The above results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2025 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

Place: Ahmedabad
Date: 14.02.2026

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
Ameet Gadhoke
Managing Director
DIN: 01730158

মালদায় বুলডোজার-কাণ্ডে সোমবার ২৪ ঘণ্টা বন্‌ধের ডাক ব্যবসায়ী মহলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরে বুলডোজার দিয়ে দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় এবারে ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা বন্‌ধের ডাক দিল মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। সোমবার জেলা জুড়ে এই বন্‌ধ পালিত হবে। যেখানে সামিল হবেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রায় দেড় লক্ষ ব্যবসায়ী বলে জানিয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বণিকসভার কর্মকর্তারা। ইতিমধ্যে এনিয়ে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে মাইকিং। তাতে বলা হচ্ছে জেলার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার মদতে বুলডোজার দিয়ে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের একের পর এক দোকান ঘর। এরই প্রতিবাদে জেলা জুড়ে এই বনধ। এদিকে গত পাঁচ দিন ধরে মালদা শহরের রামকৃষ্ণপল্লী এলাকার এই দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় লাগাতার অবস্থান ধরনা চলছে ব্যবসায়ীদের।

উল্লেখ্য, ৯ ফেব্রুয়ারি মধ্য রাতে ইংরেজবাজার পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লী এলাকার জাতীয় সড়ক সংলগ্ন দু'টি বুলডোজার দিয়ে একটি বহুতল বিল্ডিং-এর নিচের ১৩ টি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরই গর্জে ওঠেন ব্যবসায়ী মহল। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনাস্থলে তৈরি করা হয় প্রতিবাদ এবং ধরনা মঞ্চ। সেই মঞ্চেই পঞ্চম দিনে চলছে ব্যবসায়ীদের ধরনা এবং অবস্থান বিক্ষোভ। এদিকে এই ঘটনায় শাসকদলের একটা বড় অংশ জড়িত বলে অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। অন্যদিকে এবিষয়ে ইংলিশবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ জানান, 'রাতের অন্ধকারে কারা কাজ করে, চোরেরা কাজ করে। চোরের মত যারা এই কাজে যুক্ত আছে আমি একজন বিধায়ক হিসেবে মনে করি তাদের ন্যায্য বিচার হওয়া দরকার।' মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু জানিয়েছেন, 'সোমবার জেলা জুড়ে ব্যবসা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই সংগঠনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত জেলার ১৮৫ টি ব্যবসায়ী সংগঠন প্রায় দেড় লক্ষ ব্যবসায়ী ২৪ ঘণ্টা ব্যবসা বন্‌ধের পথে নামবে। এনিয়েও জেলা ও রাজ্য প্রশাসনকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রথম থেকেই শাসক দল তৃণমূলকে দোষারোপের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। দলের জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'সাধারণ ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি করা হয়েছে তা কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। এখানে তৃণমূলের একাংশের মদতে জমির দালালি, প্রোমোটারি রাজত্ব বেড়েই চলেছে।' মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ফেরার। পুলিশ প্রতিনিয়ত ওইসব অভিযুক্তদের বাড়ি এবং অন্যান্য ডেরায় অভিযান চালাচ্ছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

MINOLTA FINANCE LIMITED

Registered Office: Unique peral, BL-A, Hatiara, Roy para, WB, Kolkata - 700157
CIN No: L65921WB1993PLC057502 | **Website:** www.minolta.co.in | **Email Id:** minoltafinance@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(₹ In Lacs)

Particulars	QUARTER ENDED ON			NINE MONTH PERIOD ENDED		FOR THE YEAR ENDED
	31.12.2025 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.03.2025 Audited
INCOME						
Interest Income	455.69	(3.61)	22.14	657.39	68.00	101.88
Net gain on fair value changes	0.11	-	-	0.11	-	-
Other Income	0.08	-	-	1.09	0.01	-
Total Income	**455.89**	**(3.61)**	**22.14**	**658.60**	**68.01**	**101.88**
Expenses						
Finance Cost	169.56	234.68	-	569.66	-	12.71
Net loss on fair value changes	(0.10)	0.16	-	-	-	0.05
Impairment on Financial Instruments	80.45	370.80	-	467.23	-	12.94
Employee Benefit Expenses	12.20	17.70	14.80	44.09	48.40	53.83
Depreciation and Amortization Expense	0.17	0.17	-	0.37	-	-
Other Expenses	8.56	7.99	4.61	27.52	14.24	20.87
Total Expenses	**270.85**	**631.51**	**19.41**	**1,108.87**	**62.64**	**100.40**
Profit/(Loss) before tax	**185.04**	**(635.11)**	**2.73**	**(450.27)**	**5.37**	**1.48**
Tax expense						
Current Tax	4.20	(3.94)	-	4.20	-	3.63
Deferred Tax	(49.81)	(56.15)	-	(109.96)	-	(3.36)
Tax adjustment for earlier year	-	-	-	(14.82)	-	-
Total Tax Expense	**(45.61)**	**(60.09)**	**-**	**(120.58)**	**-**	**0.27**
Net Profit/(Loss) for the period	**230.65**	**(575.02)**	**2.73**	**(329.69)**	**5.37**	**1.22**
Other Comprehensive Income (OCI), net of Income Tax						
Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	-
Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-	-
Total other comprehensive income, net of income tax	-	-	-	-	-	-
Paid-up Equity Share Capital (Equity shares of Rs.10 each)	999.96	999.96	999.96	999.96	999.96	999.96
Reserve excluding revaluation reserves						
Basic & Diluted Earning Per Share (not annualized)	0.2307	(0.5750)	0.0027	(0.3297)	0.0054	0.0012

Notes to results:
1. The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee thereafter approved and record by Board of Directors at their meeting held on 13.02.2026.
2. Asrequired under clause 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Financial Results for the Quater ended 31st December 2025
3. The Company has adopted Indian Accounting Standard (IndAS) for the financial year commencing from 1st April 2019 and above results have been prepared in accordance with Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and read with relevant rule made thereunder.
4. The figures of Quarter ended 31st December, 2024 are the balancing figures between the unaudited figures in respect of nine months period ended 31st December 2025 and 31st December, 2024 respectively and unaudited figure for the Six month ended 30th September, 2025 and 30th September 2024 respectively
5. The Figures for the corresponding previous periods has been regouped/ reclassified wherever necessary, to make them comparable

For and on behalf of board of Directors
Minolta Finance Limited
Sd/-
Arvind J. Gala
Non Executive Chairman
DIN: 02392119

Place: Mumbai
Date : February 13, 2026

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাংক লি.
স্থানীয় অফিস : এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপিয়ার সরণি,কলকাতা-৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস : "ত্রিশূল", ৪র্থ তল, সমর্থেশ্বর মন্দির ল গার্ডেনের বিপরীতে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সলের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস এর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণ এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণের) উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, **কার্যকরী দখলীকৃত** অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতা এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রি করা হবে **" যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যে অবস্থায় আছে" বিত্তিতে ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে ৫,০৩,৭৯,৪৭৯.২৬ টাকা (পাঁচ কোটি তিন লাখ উনআশি হাজার চারশ উনআশি টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা) উশুলের জন্য এসি *************** ৯২২১ অধীনে ০১.১০.২০২৪ অনুযায়ী** (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং পরবর্তী চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ আদায়/উশুল হওয়া পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক বকেয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **সাকেত ইনফ্রাডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড (এসআইপিএল), শ্রী সাকেত খতিয়ান, শ্রীমতী কিরণ খতিয়ান, শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র, শ্রী সৌরভ খেতন এবং মেসার্স শ্রেয়সী ট্রেডকম প্রা. লি.** এর কাছ থেকে। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত নিলাম সূচি দেখুন প্রয়োজনীয় বিস্তারিত জন্য :-

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা (যদি কিছু থাকে) :	জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত নয়। ক্রেতাকে নিশ্চিত হতে হবে বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া এবং/বা বকেয়া, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে, যদি কিছু থাকে প্রযোজ্য মতো। ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এসএ মামলা দায়ের করেছেন, যা ডিআরটি, কলকাতা সমীপে বিচারাধীন। আগ্রহী ক্রেতাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	**৪৫,৫০,০০,০০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা)**
বায়না জমা (টাকায়)	**৪,৫৫,০০,০০০ (চার কোটি পঞ্চান্ন লাখ টাকা) অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এর অনুকূলে ডিডি আকারে প্রদেয়।**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	২,০০,০০০ টাকা (দুই লাখ টাকা)
ইএমডি সহ ডাক/ টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ, সময় এবং স্থান	**২০.০৩.২০২৬** বিকেল ৪ টা পর্যন্ত স্থানীয় অফিস, কলকাতা, অনুমোদিত অফিসার-অ্যাক্সিস ব্যাহক লিমিটেড, এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থতল, কলকাতা- ৭০০০৭১।
সাধারণ ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং স্থান	**২৩.০৩.২০২৬ তারিখ** সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে, ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com মাধ্যমে, ই-নিলাম টেন্ডার নথি- ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, ঘোষণা ইত্যাদি সহ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে।

তপশিল - বিক্রয় অধীন সম্পত্তির বিবরণ

জমির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কারখানা জমি পরিমাপ আনুমানিক ১.৩১ একর (উক্ত জমি), মৌজা- বনহুগলি, জেএল নং -৬, দাগ নং ৪৯৫, সংশোধিত খতিয়ান নং -১৩৬২ (প্রাপ্ত খাজনা রসিদ তারিখ ০১/০৯/২০১৫ অনুযায়ী), পুরসভা প্রেমিসেস নং ১২৬ বি টি রোড, হোল্ডিং নং ৫৩৯, কলকাতা - ৭০০০৩৫, থানা - বরানগর, বরানগর পুরসভা ওয়ার্ড নং -১৪, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর -কাশীপুর দম দম।

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে জামিনঅধীনে ঋণদাতার ওয়েব সাইট https://www.axisbank.com/auction-retail এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েবপোর্টাল https://www.bankeauctions.com দেখুন।
নিলাম ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তাদের ওয়েবপোর্টাল https://www.bankeauctions.com মাধ্যমে অনলাইনে সম্পাদন করবে।
আরও বিস্তারিত সহায়তার জন্য যেমন পর্যবেক্ষণ এর জন্য আগ্রহী ডাকদাতাদের শ্রী আরিফ আলি (মো :নং : ৯০৫১৯৯৯৯৩৯) বা শ্রী দুর্গেশ গুপ্তা (মো. নং : ৭৮৯০৩৬০১২০), ব্যাঙ্ক অফিসারের সঙ্গে কাজের সময়ে সকাল ৯.৩০ থেকে বিকেল ৪ টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ১৫.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাংক লি

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সরকারি স্বীকৃতির ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হাতুড়ে নয় গ্রামীণ চিকিৎসকের স্বীকৃতি দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। তাহলে গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের হয়রানির শিকার হতে হবে না। এরকমই আরও বেশ কিছু দাবি নিয়েই বার্ষিক সম্মেলনে মতামত বিনিময় করলেন রুরাল মেডিক্যাল প্রাকটিসনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলা কমিটির কর্মকর্তারা। শনিবার পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিস্কো মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি ভবনে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের জেলা সভাপতি কিনারাম সরকার, জেলা সম্পাদক আমিনুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি কিসমত আলি প্রমুখ। এদিনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের বিভিন্ন আলোচনা হয়। আগামী দিনের সংগঠনের রূপরেখা তৈরি এবং রাজ্য সরকার গ্রামীণ চিকিৎসকদের অসহযোগিতা করছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার ডাক দেওয়া হয়।

বালুরঘাটে ‘স্বদেশি মেলা’র সূচনা করলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর ঐতিহ্যবাহী বাঁশ ও বেত শিল্পের নিপুণ কারুকার্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে শুরু হলো ‘স্বদেশী মেলা’। ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব বেত ও বাঁশ উন্নয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার বালুরঘাটের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার। মেলার উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন এক বিশেষ মানবিক কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার দিব্যাঙ্গজনদের সাহায্যার্থে তাঁদের হাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এই মেলার প্রধান লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর হস্তশিল্পকে বৃহত্তর মঞ্চ প্রদান করা। মেলায় আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও সিকিমের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের দক্ষ কারুশিল্পীরা তাঁদের তৈরি রকমারি সামগ্রী নিয়ে অংশ নিয়েছেন। শুধু অন্য রাজ্য নয়, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বীরভূম জেলার হস্তশিল্পীরাও তাঁদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন এই মেলায়। স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রচার এবং আন্তঃরাজ্য সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এই মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার জানান, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম এ ধরনের স্বদেশি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন মন্ত্রকের সহায়তায় বাঁশ ও বেতের কাজ করা শিল্পীরা এখানে এসেছেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো আগামী দিনে এখানে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা। যেখানে যুবক-যুবতীরা বাঁশ ও বেতের আধুনিক জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। এর ফলে স্থানীয় তরুণ প্রজন্ম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে।’ মেলায় দর্শকদের জন্য যেমন কেনাকাটার সুযোগ রয়েছে, তেমনই আগ্রহীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

ডানকুনিতে খাল বোজানোর অভিযোগ নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবেশকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ডানকুনিতে খাল বোজানোর অভিযোগ নিয়ে সরব পরিবেশকর্মীরা। এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। সেই অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে যান। খালের কতটা অংশ বোজানো হয়েছে, তার মাপজোক করেন। স্থানীয় বিধায়ক স্বাতী খন্দকার বলেন, ‘অসাধু ব্যবসায়ীদের বাড়বাড়ন্ত বেড়েই চলেছে। অনেক অর্থ ব্যয় করে ডানকুনি খালকে আগের অবস্থায় ফিরিয়েছে সরকার। কেউ যদি মনে করে জলাভূমি ভরাট করবে, সেটা আমরা রুখব।’ ডানকুনি পুরসভার পুরপ্রধান হাসিনা শবনম বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েই আমরা পুরসভা থেকে চিঠি করে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছি।’

শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার বলেন, ‘অভিযোগ হাতে পাইনি। পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’ ডানকুনির অন্যতম ‘লাইফ লাইন’ হল ডানকুনি খাল। নিকাশি ছাড়াও হাজার হাজার বিঘা জমিতে সেচের জলের চাহিদা মেটায় এই খাল। তারই একটি শাখা খালকে বেআইনিভাবে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ডানকুনি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের চাকুন্দি এলাকায় ওই খালের বেশ কিছুটা অংশ ইতিমধ্যেই বুজিয়ে দিয়েছে অসাধু জমির কারবারীরা। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এ ভাবে খাল দখল করে নিলে আগামী দিনে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। সেচের জলেও ঘাটতি হবে। প্রশ্ন উঠছে, কী ভাবে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় খাল বুজিয়ে ফেলা হলো? অভিযোগ, খাল বুজিয়ে সেখানে দোকান ও গুদামঘর তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এর ফলে ভবিষ্যতে এলাকার জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে। বিষয়টি নজরে আসতেই পরিবেশকর্মীরা ডানকুনি থানায় ইমেল করে অভিযোগ জানান। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পরিবেশকর্মীরা জানিয়েছেন, ডানকুনির অন্যতম প্রধান নিকাশি খালটি বেআইনি ভাবে ভরাট করছে একটি নির্মাণকারী সংস্থা। খালটি আনুমানিক ৭, ৮ ফুট চওড়া। খাল বোজানোর জন্য প্রশাসনের কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। পরিবেশকর্মী মাবুদ আলি বলেন, ‘চাষিদের কাছ থেকে কম দামে জমি কিনে রাতারাতি তার চরিত্র বদল করে ফেলা হচ্ছে। কৃষিজমি ভরাট করে বড় বড় নির্মাণ হচ্ছে। জমি, পুকুর, জলাশয়, খাল কোনও কিছুকেই রেহাই দিচ্ছে না তারা।’

নবনির্মিত ডানকুনি পৌর ভবনের উদ্বোধনে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767

রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: kkg@hul.net.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	২৪.৫০	৮৩৫.৬৪	৬০.৬৯	৮৯৪.১১	৮৭৫.৭৩	৮৯৬.৬০	২৪.৫০	২৮.৩১	৬০.৬৯	৮৬.৭৮	৬৮.৪০	৮৮.৩৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	২৪.৫০	৮৩৫.৬৪	৬০.৬৯	৮৯৪.১১	৮৭৫.৭৩	৮৯৬.৬০	২,২৬৮.২২	১,৮৩৩.১৯	১,৪৩৭.১৪	৫,০৬৫.১৭	৫,৬৫২.০১	৫,৭৩৯.৫৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	১২৯.৩৯	৬৪১.৯৬	৫৬.২২	৭৯৯.০২	৬৩৩.৯০	৬৫৩.৩৮	২,৩৭৩.১২	১,৬৩৯.৫১	১,৪৩২.৬৭	৪,৯৭০.০৯	৫,৪১০.১৮	৫,৪৯৬.৩৬
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	(৬৫.৯১)	৯১৭.২৮	১৫৫.৮৩	৭৯৩.৭৫	৭৪১.৬৭	৮৯৫.৮৯	২,৫৮০.৫২	২,৬৬৬.০৬	১১৫.৪৪	৭,৮৯৪.৮৬	৫,১৩২.৫৩	৬,২৩৬.৪২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১৩,২৯৮.২২	-	-	-	-	-	৬৬,৭৩২.৫০
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	২.০৯	১০.৩৬	০.৯১	১২.৯০	১০.২৩	১০.৫৫	৩৮.৩১	২৬.৪৭	২৩.১৩	৮০.২৩	৮৭.৩৩	৮৮.৭২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
জি. কে. আগরওয়াল
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দুর্গাপুরে

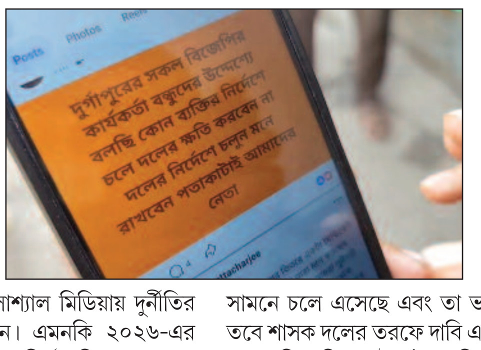

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রকাশ্যে আসছে পদ্ম শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর সেই উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে দুর্গাপুর। ভারতীয় জনতা পার্টি-র দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লদণ ঘড়ুইকে লক্ষ্য করে দলেরই জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্নীতির বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। এমনকি ২০২৬-এর নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করা হলে নির্দল হিসেবে লড়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। যদিও বিধায়ক এবিষয়ে মুখ খোলেননি। জেলা নেতৃত্বের একাংশ পালটা অভিযোগ তুলেছে, এই মন্তব্যের পিছনে অন্য রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। এদিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই সামনে চলে এসেছে এবং তা ভবিষ্যতে আরও চলবে। তবে শাসক দলের তরফে দাবি এবারের নির্বাচনে দুর্গাপুর থেকে বিজেপির যেই দাঁড়াক বিপুল ভোটে হারবে, জয়ী হবে তৃণমূল।

ঊমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934

রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭

ওয়েবসাইট: www.umaexports.net; ইমেল: rakesh@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১-১২-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-১২-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-১২-২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৫৫,৮২০.৬৫	৪০,৩৩৯.৯৭	৪৭,৫৮২.৪৫	১২৬,১৫৬.৬৭	১২১,৫৭২.৫৮	১৬৬,৮৩৮.৩১	৫৬,০৪৩.৯২	৪০,৫২১.৫১	৪৯,৪৬৮.১৩	১২৬,৫৯৮.৩৪	১২৬,৫২২.৮৪	১৭২,৪০৪.৪০
২	ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১২২.৮২	-১২৩.০৩	১৭০.৮৭	৩৫.৭৫	৮০২.৬৬	৯৫.৯৭	১৩৭.১১	(১১৫.৩৯)	২৬৭.২৬	৭৫.৮২	১০৮৪.১৮	৩৭৫.৫৫
৩	কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১২২.৮২	(১২৩.০৩)	১৭০.৮৭	৩৫.৭৫	৮০২.৬৬	৯৫.৯৭	১৩৭.১১	(১১৫.৩৯)	২৬৭.২৬	৭৫.৮২	১০৮৪.১৮	৩৭৪.৫৫
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১১৩.০৬	(১৩০.৮৮)	১২০.৯৪	৭.২৮	৬০২.৬৪	৭১.৮০	১২৭.৩৫	(১২৩.২৪)	২১৭.৩৩	৪৭.৩৫	৮৮৪.১৬	৩৪৯.৯৮
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সম্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১৩২.০৪	(১৩৯.২৩)	১২৯.১০	১৪.৮৩	৬১৩.৪৭	৮৩.০১	১৭৩.৭৩	(৫৫.৫৩)	২৯২.৯৩	১৭৫.৬৫	৯৩৯.৯৯	৪০৫.৪৪
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮	৩,৩৮০.৯৮
৭	পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) -												
	মৌলিক	০.৩৩	(০.৩৯)	০.৩৬	০.০২	১.৭৮	০.২১	০.৩৮	(০.৩৬)	০.৬৪	০.১৪	২.৬২	১.০৪
	মিশ্রিত	০.৩৩	(০.৩৯)	০.৩৬	০.০২	১.৭৮	০.২১	০.৩৮	(০.৩৬)	০.৬৪	০.১৪	২.৬২	১.০৪

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটি উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net -তে।

খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।

গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রাকেশ খেমকা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00335016

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালে সদ্যোজাতের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সরকারি হাসপাতালের প্রসূতি পরিষেবা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল ঝাড়গ্রামে। সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি দেবশ্রী দে নামে এক গৃহবধূ শুক্রবার কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের দাবি, প্রসবের পর শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় দেখানো হয় এবং কেঁদেছিল বলেও তাঁরা জানান। তবে কিছুক্ষণ পর অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় দেবশ্রীর পরিবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। হাসপাতাল সুপার অনুরূপ পাখিরা জানান, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিশুটির ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচ সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’ এদিকে একই রাতে ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়া এলাকার এক অন্তঃসত্ত্বাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানান, গর্ভস্থ অবস্থাতেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। যদিও ওই পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, তবু প্রসব সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় মহলে।

এসআইআরে এআই ব্যবহারে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এসআইআরে এআই ব্যবহার করার জন্য যখন সারাদেশ উত্তাল তখন আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এআই-এর পক্ষে মতামত দিলেন বিশিষ্টজনের। শনিবার হাওড়ার শ্যামপুর না হলে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের উদ্যোগে একদিনের আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারে অংশ নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দির এর ইলেকশন কন্ট্রোলার স্বামী উর্চিতা নন্দ জানান, ‘এখন এআই-এর যুগ চলছে। তবে এআই-কে উপযুক্তভাবে ব্যবহার প্রয়োজন।’ উল্লেখ্য, ঠিক একই কথা জানিয়েছেন এদিনের সেমিনারে আসা বিশিষ্টজনেরা।

আন্তর্জাতিক কৃষি বিশেষজ্ঞ ডা. স্বপন দত্তের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়নের গৌরবগাথার স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁর হাতে।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

TITAGARH

রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬

টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ই-মেল: investors@titagarh.in ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অনিরক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৮৩৩.৪৩	৮০২.৭৭	৮৯৪.২১	২,৩২১.৮৪	২,৭৯৪.৪৩	৩,৮২২.৬৩	৮৪২.৮৪	৮১৩.৪৭	৯৪২.৬৬	২,৩৪৭.২৬	২,৯০৭.৬৭	৩,৯৪৩.১০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৮০.০৫	৭২.৬৭	৯৪.৬৯	২১১.৯২	৩০৯.৬১	৪২৪.৮৮	৭২.৫০	৬৭.৩৯	৯৫.১০	১৯৬.৮৮	৩০৪.৫৭	৪০৫.৬৬
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৮০.০৫	৭২.৬৭	৯৪.৬৯	২১১.৯২	৩০৯.৬১	৪২৪.৮৮	৬৫.১৫	৫৭.৩০	৮৮.৫২	১৬৮.৪১	২৮৯.৪৯	৩৮১.৭৪
৪	বন্ধ থাকা কার্যক্রমের সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	-৬.৫৪	-৪.৫৬	০.৩৪	-১৩.২১	-৫.৫০	-১৩.৬০	-০.০৯	-০.০৩	০.৪১	-০.৬৭	০.১৮	-০.১৪
৫	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৫৫.৭২	৪৭.২৯	৬৮.৪৭	১৪৫.৭৬	২২৪.৯১	৩০৩.৪৩	৪৮.১৫	৩৭.০০	৬২.৭৭	১১৬.০৯	২১০.৪৭	২৭৪.৯২
৬	সময়কাল -এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৫৭.২০	৪৭.১৭	৬৯.৯৮	১৪৭.০০	২২৫.৩২	৩০১.৯৬	৪৯.৭৬	৩৭.১৪	৬৩.৯৬	১১৮.২৯	২১০.৭৯	২৭৩.৬০
৭	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	২,৪৯২.৮১	-	-	-	-	-	২,৪৫৬.০৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)												
	মূল (টাকায়)	৪.৬২	৩.৮৫	৫.০৬	১১.৮০	১৭.১১	২৩.৫৪	৩.৫৮	২.৭৩	৪.৬৩	৮.৬৭	১৫.৬১	২০.৪২
	মিশ্রিত (টাকায়)	৪.৬২	৩.৮৫	৫.০৬	১১.৮০	১৭.১১	২৩.৫২	৩.৫৮	২.৭৩	৪.৬৩	৮.৬৭	১৫.৬১	২০.৪০

দ্রষ্টব্য

১. উপরের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়।

২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (**www.titagarh.in**) -তে পাওয়া যাবে। একই ফলাফল নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
অনিল কুমার আগরওয়াল
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 01501767

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

পুলওয়ামা হামলার বীর শহিদদের শ্রদ্ধায় স্মরণে মোদী-শাহ-রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলার বীর শহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, '২০১৯ সালের এই দিনে পুলওয়ামায় যারা প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই সাহসী বীরদের স্মরণ করছি। দেশের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা, সংকল্প ও সেবা আমাদের সম্মিলিত চেতনায় চিরকাল অম্লান থাকবে। প্রতিটি ভারতীয় তাঁদের অদম্য সাহস থেকে শক্তি লাভ করে।'

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করে তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু। শনিবার এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, 'পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ বীর সেনানীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই, তাঁদের বীরত্বের কথা স্মরণ করি।' অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে আরও জানান, 'সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং ভারত সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সাহস, নিষ্ঠা এবং ত্যাগের প্রতি দেশ সর্বদা ঋণী থাকবে।' সমস্ত ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার সংকল্পে অটল ভারত। জোর দিয়ে জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজনাথ বলেন, 'ভারতকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার এক্স মাধ্যমে জানান, '২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারানো সাহসী সিআরপিএফ জওয়ানদের স্মরণ করছি এবং তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁদের পরিবারের পাশে সংহতি প্রকাশ করতে দেশ ঐক্যবদ্ধ। বীর জওয়ানদের আত্মত্যাগ আমাদের দেশের জন্য সন্ত্রাসবাদের দ্বারা সৃষ্ট গুরুতর হুমকির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারত সমস্ত ধরণনর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও নির্মূল করার সংকল্পে অটল। ভারতকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে সিআরপিএফ কনভয়ে হামলা চালায় জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিরা। তাতে প্রাণ হারান ৪০ জন জওয়ান।

এই হামলার পালটা হিসাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও বালাকোটে অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা। তার জেরে দু'দেশের মধ্যে সংঘাত-পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এখন থেকে সেবাতীর্থেই মন্ত্রিসভার বৈঠক: বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি: এখন থেকে সদ্য উদ্বোধন হওয়া সেবাতীর্থেই মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আগের দিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বৈষ্ণব বলেন, সাউথ ব্লকের ঘরগুলিতে বিভাজনের রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দেশ ক্ষমতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সেবার সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ভারত এক আত্মনির্ভর দেশ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অশ্বিনী বলেন, 'ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঔপনিবেশিক যুগের নর্থ ও সাউথ ব্লক খালি করে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যেমন সেবাতীর্থ এবং কর্তব্য ভবনে স্থানান্তরিত করে একটি ঐতিহাসিক রূপান্তর শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা প্রদর্শনের জন্য খালি হেরিটেজ ভবনগুলিকে যুগে যুগে ভারত জাতীয় জাদুঘরে একীভূত করা হবে।'

এছাড়াও ছাড়পত্র মিলেছে তিনটি রেল প্রকল্পের। অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'এই প্রজেক্ট প্রায় ২৪ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল বৃদ্ধি করবে, চণ্ডীগড় ও দিল্লির মধ্যে দূরত্ব এবং ভ্রমণের সময় হ্রাস করবে, ৯৫২ কোটি টাকা সরবরাহ ব্যয় সাশ্রয় করবে, ৪৩০ মিলিয়ন কেজি কার্বন নির্গমন কমাবে।

এছাড়াও, বল্লারি-হসপেট প্রকল্পটি এই প্রধান ইস্পাত ও খনির কেন্দ্রস্থলে যানজট কমাতে তৃতীয় এবং চতুর্থ রেললাইন তৈরি করবে, চেন্নাই ও মুম্বইয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে এবং পূর্ব-পশ্চিম মালবাহী যোগাযোগ উন্নত করবে।'

ময়দান

ইডেনে স্বস্তির জয় ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের শুরুতে অনেকেই ইংল্যান্ডকে এবারের আসরের অন্যতম ফেভারিট মনে করেছিলেন। কেউ কেউ তাদের 'কালো ঘোড়া' হিসেবেও দেখছিলেন। কিন্তু টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে ইংরেজদের পারফরম্যান্স সেই প্রত্যাশার সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নেপালের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হার; সব মিলিয়ে চাপে ছিল দল। তবে শনিবার ইডেনে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটের জয় অন্তত পরের রাউন্ডে যাওয়ার পথটা অনেকটাই সহজ করে দিল হ্যারি ব্রুকদের। ইডেনে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে স্কটল্যান্ড তোলে ১৫২ রান। ইনিংসের শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় তারা। তবু অধিনায়ক রিচি বেরিংটন ও মাইকেল জোনস লড়াই চালিয়ে যান। বেরিংটন ৩২ বলে ৪৯ এবং জোনস ২০ বলে ৩৩ রান করে দলকে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছে দেন। ইংল্যান্ডের হয়ে আদিল রশিদ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন।

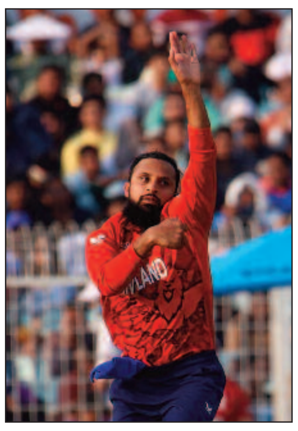

১৫৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ইংল্যান্ড। মাত্র ১৩ রানে দুই ওপেনার ফিরলে চাপে পড়ে যায় ব্যাটিং বিভাগ। রানও উঠছিল ধীর গতিতে। ঠিক তখনই হাল ধরেন জেকব বেথেল ও টম ব্যান্টন। তাঁদের ৬৬ রানের জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বেথেল ৩৩ রানে আউট হলেও ব্যান্টন দুর্দান্ত হাফসেঞ্চুরি করে দলকে এগিয়ে রাখেন। তবে বেথেলের পর অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক দ্রুত ফিরে গেলে ফের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। শেষ দিকে স্যাম কারানের ২০ বলে ২৮ রানের কার্যকরী ইনিংস ম্যাচে স্থিরতা আনে। তাঁর দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের সুবাদেই সম্ভাব্য অঘটন এড়ায় ইংল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে তারা। বাংলাদেশের বদলি হিসেবে প্রস্তুতি ছাড়াই বিশ্বকাপে আসা স্কটল্যান্ড যেভাবে প্রতিটি ম্যাচে লড়াই করছে, তা প্রশংসনীয়। তবে এই কষ্টার্জিত জয় ইংল্যান্ডের জন্য বড় স্বস্তির। পরের রাউন্ডের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সুযোগ পেল।

কলকাতার ম্যাটে খুদে কুস্তিগীরদের দাপট। সফলভাবে সম্পন্ন হলো কিডস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬।প্রায় ১৫০ জন খুদে কুস্তিগীর তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে।এদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি অসিত কুমার সাহা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শোভন চক্রবর্তী।

ক্রীড়া প্রশাসন ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের সেরা নাগরিক হিসেবে সম্মানিত হলেন সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী। রবিবার এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে উন্নয়নের পাঁচালি তুলে দেওয়া হয়।এই বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ এবং মধ্যমগ্রাম পুরসভার পৌরপিতা নিমাই ঘোষ।

দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক গোপীনাথ ঘোষের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ময়দান

শম্ভুনাথ ভৌমিক

একজন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক গোপীনাথ ঘোষ প্রয়াত। তিনি সবার কাছে ছিলেন অত্যন্ত আপনজন। ধবধবে সাদা জামাপ্যান্ট পরতেন। তাঁর জীবনটা ছিল একেবারে সাদাসিধে । তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সমাজে প্রকাশ পেয়েছে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে নজর কেড়েছিলেন। একজন সুবক্তা। একজন জাতীয় স্তরের হকি খেলোয়াড়। খেলেছেন মোহনবাগানে।কর্পোরেট হাউসের অনেক বড় পদে চাকরি করেছেন। কিন্তু কখনওই তিনি কারওর কাছে প্রকাশ করেননি। গোপীনাথ ঘোষ হকি খেলোয়াড় হলেও, বাংলার টেবল টেনিসকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে কোনও তুলনা হবে না। তিনি বেঙ্গল টেবল টেনিস সোসিয়েশনের সভাপতি ও সচিব ছিলেন।। কলকাতায় প্রথম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজনে তাঁর সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল। আর তখনই বাংলার টেবল টেনিসে সোনালী অধ্যায় রচনা হয়। তিনি বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে ওতপ্রোত মেলামেশা ছিল। তিনি উত্তর কলকাতার মানুষ। সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক বিভাগে বেশ কিছুদিন তিনি অধ্যাপনা করেছেন। বেতার ধারা ভাষ্যকার ছিলেন। বুধবার ক্রীড়া প্রশাসক ও সুবক্তা গোপীনাথ ঘোষের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ খেলার জগৎ।

বিশ্বকাপে 'সারপ্রাইজ' পাকিস্তানের উসমান

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সূর্যকুমার যাদবদের কাছে এখন চিন্তার নাম; উসমান তারিক। রহস্যময় ও অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশনের এই অফস্পিনার চলতি বিশ্বকাপের 'সারপ্রাইজ প্যাকেজ' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। কলম্বোর বাইশ গজে তাঁর স্পিন সামলাতে হবে ভারতীয় ব্যাটারদের। বিশেষ করে তাঁর সাইড আর্ম ভঙ্গিতে বল ছোড়ার আগে মুহূর্তের 'থেমে যাওয়া'; এই স্বল্প বিরতিই ব্যাটারদের ছন্দ নষ্ট করে দেয়।

জয়ের থেকেও ফুটবল ফেরায় স্বস্তি মোহনবাগানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেম দিবসে যুবভারতীতে আইএসএলের ঢাকে কাঠি। আইএসএলের প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। জেমি ম্যাকলারেন ও টম অলড্রেডের গোলে জয়ের মুখ দেখল মেরিনার্সরা। জয় দিয়ে আইএসএল সূচনা বাগান কোচ সের্জিও লোবেরারও। তবে খুব বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল এদিন দেখা গেল না দিমিত্রি-রবসনদের পা থেকে। গোলের বন্যা নয়, তবে প্রথমার্ধে দাপুটে ফুটবল খেলে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ডেভিড কাটালার কেরালা সময়ে সময়ে মোহনবাগানকে রুখে দিতে সক্ষম হয়। একাধিক সুযোগ নষ্টের কারণে বড় ব্যবধানে জয় পেল না মোহনবাগান। যুবভারতীতে প্রথম আইএসএল ম্যাচেই এসেছিল ২৯ হাজারের বেশি দর্শক। ম্যাচের ৬ মিনিটে রবসন বল বাড়িয়ে দেন দিমিকে। বাগানের নয়নের মণির জোরালো শট বাঁচিয়ে দেন কেরালা ব্লাস্টার্স গোলকিপার। ১৩ মিনিটে আবারও দিমির পায়ে বল, তবে শট ঠিকঠাক হল না। ১৬ মিনিটে বাঁ দিক থেকে শট নিয়ে রবসনের সুযোগ নষ্ট। ২২ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে অনিরুদ্ধ থাপার শট গোলপোস্টের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৩০ মিনিট আপুইয়াকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন দানিশ ফারুখ। লিস্টনের দুর্দান্ত শট, বাঁচিয়ে দিলেন কেরালা গোলকিপার শচিন সুরেশ। ২৬ মিনিটে কেরালার প্রতি আক্রমণ। তবে বিপক্ষ স্ট্রাইকারের পা থেকে বল ছিনিয়ে দারুণ ভাবে বাঁচিয়ে দেন বাগান গোলকিপার বিশাল কাইথ। ৩৬ মিনিটে ডেডলক ভাঙে মোহনবাগান। ডান দিক থেকে দিমির পাস, দুর্দান্ত টার্নিংয়ে জায়গা বানিয়ে ম্যাকলারেন বল জালে জড়িয়ে দিলেন। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে আবারও সুযোগ পেয়ে যায় মোহনবাগান। মাঝমাঠ থেকে থ্রু বল পেয়ে রবসনের শট অল্পের জন্য বাইরে। দ্বিতীয়ার্ধে অধিনায়ক শুভাশিস বোসকে তুলে লোবেরা অময় রানাওয়াড়েকে নামিয়ে দেন। ৫২ মিনিটে সুযোগ নষ্ট করেন অময়। কেরালা গোলকিপারের ফিরতি বল পেয়েও শট নিতে ব্যর্থ অময়। ৬৭ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর দূরপাল্লার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট। কেরালার হয়ে বেশ নজর কেড়েছেন কেভিন ইয়োকে। বারবার বাগান ডিফেন্সকে চাপে রাখছিলেন তিনি। এরপর দিমির জায়গায় সাহাল এবং মেহতাবকে উঠিয়ে টমকে নামান কোচ। ৮৫ মিনিটে ফ্রি-কিক পায় কেরালা, তবে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। এরপর মাঠে নামেন জেসন কামিন্স। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে অনিরুদ্ধ থাপার ফ্রি-কিক থেকে হেডে গোল করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা টম আলড্রেড।

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under. following tender(NIeT) No:-35/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26)(Sl No 01 to 06) Dated:-12/02/2026. The last date of online submission of tender is 19/02/2026 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in

SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

E-Tender Notice

The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 12/APAS/ GPGP/ 2025-26, Dated-10/02/2026,** Last date of Bid Submission **17/02/2026 upto 18.00 hours & NIeT No-13/15th CFC (Untied)/ GPGP/2025-26, & NIeT No-14/15th CFC (Tied)/ GPGP/ 2025/26, Dated-11/02/2026,** Last date of Bid Submission **18/02/2026 & 19/02/2026 upto 18.00 hours.**
For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD**

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of various construction works in different booths, in ward no.-16, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/330/BM/2025-26/APAS
Date: 13.02.2026
Tender ID- TENDER ID: 2026_MAD_5012077_1, 2026_MAD_5012077_2, 2026_MAD_5012077_3, 2026_MAD_5012077_4.

1. Bid Submission Start date– **13.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date– **17.02.2026 at 14.00.** 3. End date– **21.02.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date- **23.02.2026 at 18.55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman
Bongaon Municipality.**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

eTender are being invited from the bidders w.r.t.Tender 2026_ZPHD_1006215_1, 2026_ZPHD_1006215_2, 2026_ZPHD_1006215_3, 2026_ ZPHD_1006472_1 Last date of tender dropping **21-02-2026 up to 1 PM.** And opening date of the tenders **23-02-2026 at 1.00 P.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

**Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 577 to 601/2025-2026 Dated- 13-02-2026 and 14-02-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at district Hooghly, North 24 Parganas, Howrah, Murshidabad, Purba and Paschim Medinipur, Nadia, Burdwam, Dakshin Dinajpur and Malda. Tender and Paschim Medinipur, Nadia, Burdwan, Dakshin Dinajpur and Malda Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **13-02-2026, 14-02-2026 after 06.00 pm.** Bid submission end date- **19-02-2026, 23-02-2026, 26-02-2026, 28-02-2026 and 05-03-2026 upto 11.30 pm.**

Date: 14.02.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

FLURYS | THE PARK Kolkata | ZONE Kolkata

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited in the prescribed format for supply of Fruits, Vegetables (Indian & Imported), Milk & Dairy Products, Poultry, Eggs, Fish & Sea Foods, Mutton, Imported Cold Cuts, Imported Cheese Products, Grocery (Indian & Imported), Tenderloin, Processed Meat, Chinese Food Items, Frozen Peas, Charcoal, Flower Supply Items, Industrial Salt, Disposal Items, Chemicals, Stationery, Housekeeping Items, Engineering Products, LPG and other related items to **ASPHL (The Park Kolkata, Flurys & Zone by The Park Kolkata)** for the financial year **2026-27**.

Tender Forms and specifications may be obtained from the Purchase Office, **The Park Hotel, Kolkata**, within **8 days from the date of advertisement**, between **11:00 hrs and 16:00 hrs.**, on cash payment of **₹1,000/- (Non-Refundable) per category**.

Sealed Tenders must be submitted by **16:30 hrs on 21.02.2026** at **The Park Kolkata (Security Office)**. Late submissions and soft copies will not be accepted.

Further Queries please Contact below Number :
Mr. Atanu Dalal : 98366 63669
THE PARK KOLKATA
17, Park Street, Kolkata-700016 Tel: +91 33 4004 9000, Fax: +91 19 2249 4000

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

বিভূতিভূষণের প্রেম

প্রকৃতিপ্রেমের মতো নির্মল, প্রেমিকের মতোই আন্তরিক

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর প্রেমিক প্রকৃতিতে আন্তরিক না হয়ে বরং অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা দূরে থাকুক,বঙ্কিমচন্দ্রের সৌভাগ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত । রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমিক প্রকৃতিতে চিরসবুজ । দাম্পত্যজীবনের বাইরে তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি হৃদয়স্পর্শী । শুধু তাই নয়, তাঁকে নিয়ে আলোচনায় তাঁর প্রেমিকসত্তা অবিচ্ছিন্নপ্রায় । অন্যদিকে পাগড়িশোভিত রাশভারি প্রকৃতির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রেমিকের দৃষ্টিটি কত মনোরম করে তাঁর রচনায় মেলে ধরেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম স্ত্রী ষোলো বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেও তাঁর সেই ষোড়শী মোহিনীর রূপসুধায় বিমুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে হৃদয়লোকে চিরস্থায়ী করে রেখেছিলেন। এজন্য দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ (১৮৬০) করেও প্রথমের আলোর রোশনাই ছিল অমলিন । তাঁর কবিতা ও উপন্যাসে সেই কিশোরী রূপসীর কথা ফিরে ফিরে এসেছে । প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এগারো বছরের বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ছয় বছরের মোহিনীর বিয়ে হয়েছিল ১৮৪৯-এ। মোহিনীর অকাল প্রয়াণে ১৮৫৯-এ দশ বছরের দাম্পত্যজীবনের ছেদ পড়ে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষ্মীও ছিলেন অসাধারণ মোহময়ী সুন্দরী। তাঁদের দাম্পত্যপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য । শুধু তাই নয়, তাঁর সুন্দরী নায়িকাদের মধ্যেও রাজলক্ষ্মীকে খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের নিরস কঠিন মুখোশের অন্তরালে তাঁর প্রেমিক দৃষ্টির পরশ পাঠকমানসেও সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ বড়ই অভাগা । তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের আভিজাত্যের বিস্তৃতিতে প্রকৃত প্রেমের ঠাঁই মেলানো দুরূহ হয়ে ওঠে । যেন বিভূতিভূষণের প্রকৃতির হাতছানিকে উপেক্ষা করে মানবীয় প্রেমের অবকাশ ছিল না। শুধু তাই নয়, মনে হতে পরে পারিবারিক জীবনেও তাঁর বন্ধনভীরু প্রকৃতির সক্রিয় উপস্থিতিতে কখনওই প্রেমের অন্তরিক পরশ নিবিড় হতে পারে না। অন্যদিকে তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার নিবিড় হাতছানি তাঁকে আনমনা করেছিল বলে তাঁর উদাসীন মনের সচলতাও জনমানসে আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। একে প্রকৃতিপ্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধন এঁটে বসেছিল, তার ওপর আধ্যাত্মিকতার অপ্রাকৃত পরিসর তাতে সক্রিয় হওয়ায় আপনাতেই সেই জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে মানবীয় প্রেম উচ্চকিত হতে পারে না। অথচ বিভূতিভূষণের প্রেমিক প্রকৃতিটি তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের মতো সত্য ও সবুজ । শুধু তাই নয়, তাঁর পারিবারিক জীবনের পরতে পরতে রয়েছে অমোঘ আকর্ষণবোধ। সেখানেও তাঁর নিখাদ ভালোবাসার পরিসর সংগুপ্ত তো ছিলই না,বরং উন্মুক্তপ্রায়। প্রেমিক হিসেবে বিভূতিভূষণের আন্তরিক বিভূতিও তাঁর ভূষণ মনে হয় । শুধু তাই নয়, প্রেমের প্রতি নিবেদিত প্রকৃতিতেও তিনি অনন্য, অসাধারণ। সেখানে শুধু দাম্পত্যপ্রেমই নয়, তার বাইরেরও তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস বিচরণ বর্তমান ।

বিভূতিভূষণের প্রথম স্ত্রী গৌরীর দাম্পত্যজীবন মাত্র এক বছরের । চতুর্দশী গৌরী পূর্ণ ষোড়শী হতে পারেননি। অথচ বিভূতিভূষণ তাঁকে বয়ে চলেছেন আজীবন । তাঁর স্মৃতিকথাতেও গৌরীর কথা এসেছে বারবার। বিচ্ছেদের মাধ্যমে যেমন প্রেমের গভীরতা স্পটতা লাভ করে, ক্ষেত্রান্তরের মধ্যে তেমনই তার প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণ গৌরীর মৃত্যুর প্রায় তেইশ বছর পরে অর্থাৎ ছেচল্লিশ বছর বয়সে কল্যাণী তথা রমাকে বিয়ে করেছিলেন। অথচ সেই বিয়ের বাসরঘরেও গৌরীর সদম্ভ উপস্থিতি । ভাতৃবধূ যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুউপল-ব্যথিত গতি'তে জানিয়েছেন 'দিদির (রমা /কল্যাণী) কাছে শুনেছি ওঁদের ফুলশয্যার রাত্রে বড় ঠাকুর শুধু মার কথা ও প্রথমা স্ত্রী গৌরীদির কথা বলেছিলেন এবং বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছিল । দিদিও না কেঁদে থাকতে পারেনি। বড় ঠাকুর বলেছিলেন, জানো কল্যাণী, গৌরীর ফুলশয্যা প্রচুর চাঁপাফুল দিয়ে হয়েছিল ।... চাঁপাফুলের প্রতি বড় ঠাকুরের একটি অসীম ভালবাসা ও মমত্ববোধ ছিল। ঐ ফুল তাঁর প্রিয় ছিল বলে আমরা ঘাটশিলাতে এবং দিদি ব্যারাকপুরের বাড়িতে চাঁপাগাছ লাগিয়েছিল।' অন্যদিকে গৌরীর লেখা চিঠিগুলি বুকের পাঁজরের ন্যায় আগলে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণ। প্রথমদিকে সেগুলি তিনি পকেটে নিয়ে বেড়াতেন। সহপাঠীবন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নজরে তা এসেছিল। শুধু তাই নয়, গৌরীর নকশাকরা হাতপাখাও বিভুতিভূষণ আগলে রেখেছিলেন, তাও তাঁর চোখে পড়েছে। 'The Hand Great Anarch æóéôé~ !“þ!˜ !œöì'öìŠé˜ òI always noticed a packet of papers in his breast pocket– and an embroidered handéôémade fan by his pillow. He never referred to them– nor did I ask. But I could easily guess that the packet contained the few letters his wife had written to him– and that the fan was made by her.' অন্যদিকে সেই স্মৃতিবহ চিঠিগুলি অতি যত্নে রেখেছিলেন বিভূতিভূষণ। যমুনা ও কল্যাণী দুজনেই সেই চিঠি দেখেছিলেন এবং পড়েওছিলেন। যমুনার কথায় '....খুব পাতলা পাঁজির কাগজের মতো সাদা পেডের কাগজে কাগজে গৌরীদি বড় ঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন । সেই পেডের কাগজের উপর আবার একটি ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখীর ছাপ ছিল আর তার নীচে লেখা ছিল '' যাও পাখি বোল তারে / সে যেন ভোলে না মোরে।''' বিভূতিভূষণ যে ভোলেননি, তা স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই প্রতীয়মান । তাঁর গৌরী অতুলনীয়া। তাই পাড়ার নতুন বউ দেখেও তাঁর অতৃপ্ত মনের খোলসটি বেরিয়ে আসে।

বিভূতিভূষণের ভাগ্নী উমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ('অন্তরঙ্গ বিভূতিভূষণ') সেকথা সজীব হয়ে ওঠে, 'গৌরী যেমন নিচু মুখে সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালত, পায়ে তোড়া মাথায় আঁচল তেমন মুখ আর দেখলাম কই ?' বিভূতিভূষণ তাঁর লক্ষ্মীশ্রী সমন্বিত গৌরীকে হরের ন্যায় আপন করে যাপন করেছিলেন। তাই বলে এজন্য তাঁর কল্যাণীর প্রতি তাঁর প্রেমবোধের অভাব ছিল না । আসলে বিভূতিভূষণ আদ্যন্ত প্রেমিক প্রকৃতির। বয়সের ভার তাঁকে কখনও ভারী করতে পারেনি। প্রেমের পরশে তাঁর সহজাত সজীবতা আপনাতেই ঊর্মিমুখর। পনেরো বছরের কল্যাণীকে ছেচল্লিশ বছর বয়সে আপন করে নেওয়ার পরিসরে বিভূতিভূষণের উচ্ছ্বাস গোপন থাকেনি। কত সহজে তাঁর প্রেমানুভূতি নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৯৩৯-র ২০ নভেম্বর পরিচয়ের বছরখানেকের মধ্যে পরিণয় (৩ ডিসেম্বর ১৯৪০)। ১৯৪০-এর ১১ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিতে বিভূতিভূষণ তাঁর সদ্য পরিণীতাকে অকপটে তাঁর প্রেম নিবেদন করে জানিয়েছেন '.... তাই তো কল্যাণী, তুমি শেষকালে আমার স্ত্রী হয়ে পড়লে ? আমার যে স্ত্রী আছে এখনও যেন সে-কথা আমার মনেই হয় না, যেন বিশ্বাস হয় না।... মনে মনে কতদিন থেকে তোমার মতই মেয়ে চেয়েছিলুম---স্নেহময়ী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী, সেবাপরায়ণা, সুরসাধিকা...হয়তো বা বহুদূর অতীতের কোন জীবনে মধুর অলস দিনগুলিতে, অজ্ঞাত পথতলে, ভুলে যাওয়া গ্রামসীমার বেষ্টনীর মধ্যে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী.... ।'

অথচ সেই কল্যাণীর কাছেই বিভূতিভূষণ গৌরীর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন অকপটে। কল্যাণীর হাসিতে গানে ভরপুর জীবন। তাঁদের সেই অসম বয়সের পারস্পারিক প্রেমানুভূতি কত তীব্র ছিল যেখানে গৌরীর অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, তা সাধারণভাবে ভাবাই যায় না । আসলে বিভূতিভূষণ যেমন কল্যাণীর মধ্যে গৌরীকে খুঁজে ফিরেছিলেন, তেমনই কল্যাণীও গৌরীতে আপন হতে চেয়েছিলেন। 'উৎকর্ণ'-এ বিভূতিভূষণ সে কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'বারাকপুরে কল্যাণী আর আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর।....কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম....কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝেরগাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।...অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েছি । — নতুন সংসার নতুন ঘর-কন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে।' সেদিক থেকে বিভূতিভূষণের 'গৌরিকুঞ্জ'কে কল্যাণী আপন করে নিতে পেরেছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৩৪৬-এ আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ অশোক গুপ্ত বিভূতিভূষণের কাছে পাঁচশ টাকা ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর ঘাটশিলার বাড়িটি তাঁকে প্রদান করেছিলেন। বিভূতিভূষণ সেই বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'গৌরীকুঞ্জ'। অবশ্য সেই কুঞ্জের বাইরেও বিভূতিভূষণের কুহুরব শোনা গেছে।

গৌরী ও কল্যাণীর মাঝের তেইশ বছরে যে-দুজন বিভূতিভূষণের হৃদয়ে আলো ফেলেছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব । স্বগ্রাম বারাকপুরের খুকী তো তাঁর স্নেহের ভিখারিণী থেকে মর্মসহচরী হয়ে উঠেছিল। তাঁর অকৃত্রিম সজীব প্রাণের পরশে বিভূতিভূষণ অসম বয়সি জেনেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একসময় তাঁকে বিয়ের কথাও বলেছিলেন। ১৯৩৪-এর ১০ জুনের দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা কত কথা হলো। আমি বল্লুম, তুই বাঁড়ুয্যে না হোলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাসলে---বল্লে, আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে ।....' এখনে পাঠকমনে 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণের সেই ভানুমতীকে বিয়ে করার সদিচ্ছার কথা জেগে উঠতে পারে। আসলে বিভূতিভূষণের সেই প্রেমিক সত্তাটি ছিল একান্তভাবেই নিখাদ আন্তরিক । এজন্য তাঁর মনের জানালাটি সকলের কাছে দরজা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর স্বচ্ছ মনে কোনওরকম আবিলতা ছিল না। যখন তিনি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সুপ্রভা চৌধুরীর পরশ পেলেন, তখন তাঁকেও আপন করে নিতে বেশ সময় লাগেনি। বরং তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের প্রসারতা দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন । ১৯৩৮ টি ১০ অক্টোবরে চিঠিতে তাই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি 'কত লোকের অর্থাৎ কত মেয়ের সঙ্গে তো তারপর আলাপ হোল--- কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম আমলে যে ভালবাসা, এমনটি আর হোল কৈ আর কারো সঙ্গে? তা হয় না। একজায়গায় একবার হোলে দু'জায়গায় হয় না। আমি কথাটা এতদিন ভাল বুঝতাম না---আজকাল বুঝি।' শুধু কি তাই ? তাঁর প্রেম কত গভীর হতে পারে, তার পরিচয়ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৯৩৭-এ পুজোর সময়ে লেখা চিঠিতে সুপ্রভাকে জানিয়েছেন বিভূতিভূষণ 'তোমার পার্সেলটা গত বৃহস্পতিবার হাটে পেয়েছিলুম। জিনিসগুলো ভারী চমৎকার হয়েচে.... বালিশ ঢাকনিটা বেজায় সৌখীন, ও বালিস যে কোথায় পাতবো বুঝতে পারচি নে। রুমাল ভারী সুন্দর, তোমার হাতের কাজ বলে জিনিসগুলো আমার কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে যে ওসব আমি আর ব্যবহার করতে পারবো না। পাছে এটা ছিঁড়ে যায়, পাছে ওটা ধোপার বাড়ী কাচতে গেলে হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ব্যবহার করবো।' সেই সুপ্রভার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ বিভূতিভূষণ আজীবন বহন করেছেন। শুধু তাই নয়, সুপ্রভার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়েও তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এরূপ গভীর প্রেমের প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ তাঁর জীবনের অভিমুখকে গতিশীল রাখতে পেরেছিলেন। স্বয়ং সুপ্রভা চৌধুরী তাঁর 'স্মৃতির রেখা'য় সেকথা জানিয়েছেন, 'যদিও তাঁর মধ্যে একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা ছিল, তাঁর জীবনের অবিরল গতিময়তাই তার উৎস মনে হোত।' প্রেমের সার্থকতা তো পরিণতিতে নয়,প্রবহমানতায়। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ আজীবন তার প্রেমকে বহন করেছেন, কিন্তু বাহন করেননি। তাঁর সাহিত্যে সেই প্রেম আটকে পড়েনি। কেননা তিনি তা চাননি বলেই। অন্যদিকে তা সত্য বলে চিঠিপত্রে দিনলিপিতে আন্তরিক করে তুলেছেন। অথচ তাঁর এই মহত্বের দিকটিতে আলো না পড়ায় তা পাঠকসাধারণের কাছে অনালোকিত অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ভ্যালেন্টাইন্স ডে

শুধুই কি ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ, নাকি ভালোবাসার বিশেষ উদযাপন?

রীপা পাল

ফেব্রুয়ারি মাস এলেই চারপাশের বাতাস যেন একটু অন্যরকম হয়ে যায়। শীতের বিদায় আর বসন্তের আগমনের এই সন্ধিক্ষণে প্রকৃতি যেমন রঙ বদলায়, তেমনি বদলায় মানুষের মনের রঙও। দোকানপাটে লাল গোলাপের ভিড়, উপহারের দোকানে কার্ড আর চকলেটের পসরা;সব মিলিয়ে এক উৎসবের আমেজ। ১৪ই ফেব্রুয়ারি, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' বা ভালোবাসা দিবস। বিশ্বজুড়ে এই দিনটি নিয়ে উন্মাদনার শেষ নেই। কিন্তু এই উন্মাদনার আড়ালে একটি প্রশ্ন বারবার উঁকি দেয়; ভালোবাসার জন্য কি সত্যিই আলাদা কোনো দিনের প্রয়োজন হয়? নাকি ৩৬৫ দিনই ভালোবাসার দিন? আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব এই প্রশ্নের উত্তর এবং ভালোবাসার এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র উৎস এবং ইতিহাস

তর্ক-বিতর্কে যাওয়ার আগে এই দিনটির ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া যাক। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র উৎপত্তি নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটি রোমান যুগের। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে এক নিষ্ঠুর সম্রাট ছিলেন, ক্লডিয়াস। তিনি মনে করতেন, অবিবাহিত পুরুষরা ভালো সৈন্য হয়, কারণ তাদের পিছুটান থাকে না। তাই তিনি তরুণদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। সেই সময় এক যাজক ছিলেন, যার নাম ভ্যালেন্টাইন। তিনি সম্রাটের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে গোপনে প্রেমিক যুগলদের বিয়ে দিতেন। একসময় ধরা পড়েন ভ্যালেন্টাইন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি জেলরের অন্ধ মেয়ের প্রেমে পড়েন এবং মৃত্যুর আগে তাকে একটি চিঠি লিখে যান, যার নিচে লেখা ছিল; ক্ষ্মতোমার ভ্যালেন্টাইনের পক্ষ থেকেক্ষ্ম। সেই আত্মত্যাগের এবং ভালোবাসার স্মৃতিতেই এই দিনটির জন্ম। অর্থাৎ, এই দিনটির মূলে রয়েছে ত্যাগ, সাহস এবং ভালোবাসার জয়গান।

মতো করে কিছুটা সময় কাটায়, পুরনো অভিমান ভুলে নতুন করে সম্পর্কের শুরু করে, তবে ক্ষতি কী? দৈনন্দিন একঘেয়েমির মাঝে এই দিনটি যেন এক ঝলক তাজা বাতাস।

ভালোবাসা মানেই কি শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা?

ভ্যালেন্টাইন্স ডে নিয়ে একটি বড় ভুল ধারণা হলো, এটি কেবল প্রেমিক-প্রেমিকাদের দিন। কিন্তু ভালোবাসা শব্দটি কি এতই সংকীর্ণ? মোটেও না। ভালোবাসা হতে পারে মা-বাবার প্রতি, সন্তানের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, এমনকি নিজের প্রতিও। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বা আধুনিক সমাজে এখন অনেকেই এই দিনটিতে বাবা-মাকে উপহার দেন, বন্ধুদের সাথে সময় কাটান। নিঃসঙ্গ কোনো মানুষকে সঙ্গ দেওয়া বা কোনো পথপশুকে একবেলা পেট ভরে খাওয়ানোও ভালোবাসারই প্রকাশ। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মূল মন্ত্র হলো ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া। তাই এই দিনটিকে কেবল রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন। নিজেকে ভালোবাসাও এই দিনের একটা বড় অংশ হতে পারে। নিজেকে সময় দেওয়া, নিজের পছন্দের খাবার খাওয়া বা নিজের যত্ন নেওয়া; ভালোবাসার উদযাপনের অংশ।

উপহারের আড়ম্বর নাকি অনুভূতির গভীরতা?

বর্তমান সময়ে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপনের ধরণ নিয়ে কিছু সমালোচনা অবশ্যই রয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায় উপহারের প্রতিযোগিতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দেওয়ার জন্য দামি উপহার, বড় রেস্তোরাঁয় খাওয়া;এগুলো যেন ভালোবাসার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, ভালোবাসার প্রকাশ কখনো টাকার অঙ্কে মাপা যায় না। হাজার টাকার ডিনার বা হীরের আংটি নয়, অনেক সময় হাতে লেখা একটা চিঠি বা নিজের হাতে বানানো সাধারণ কোনো খাবার অনেক বেশি মূল্যবান হতে পারে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে আড়ম্বর নয়, আন্তরিকতাই আসল। যদি অনুভূতির গভীরতা না থাকে, তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারি কেবল একটি তারিখ হয়েই থেকে যাবে। আর যদি টান থাকে, তবে রাস্তার ধারের এক কাপ চা-ও ভ্যালেন্টাইন্স ডিনারের চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক হতে পারে।

ভালোবাসার জন্য কি সত্যিই আলাদা দিন লাগে?

যাঁরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র বিরোধী, তাঁদের যুক্তি বেশ জোরালো। তাঁদের মতে, ভালোবাসা কোনো লোকদেখানো অনুষ্ঠান নয়। মা-বাবা, ভাই-বোন বা জীবনসঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা কি ঘড়ি ধরে বা ক্যালেন্ডার দেখে হয়? ভালোবাসা তো প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের। সকালের এক কাপ চা বানিয়ে দেওয়া, অসুস্থতায় সারা রাত জেগে সেবা করা, বা মন খারাপের দিনে পাশে বসে হাতটা ধরা;এগুলোই তো ভালোবাসা। এর জন্য কি ১৪ই ফেব্রুয়ারির দরকার আছে? যদি আমি কাউকে ভালোবাসি, তবে বছরের ৩৬৫ দিনই তাকে ভালোবাসব। একদিন ঘটা করে গোলাপ দিয়ে বাকি দিনগুলোতে যদি খবর না রাখি, তবে সেই ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। অনেকে মনে করেন, এই দিনটি আসলে কর্পোরেট দুনিয়ার বা বানিজ্যিকরণের একটি কৌশল। কার্ড কোম্পানি, চকোলেট ব্র্যান্ড আর রেস্তোরাঁগুলোর ব্যবসা বাড়ানোর জন্যই এই দিনটিকে এত ফলাও করে প্রচার করা হয়। ভালোবাসাকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে, যা এর পবিত্রতা নষ্ট করছে।

যান্ত্রিক জীবনে একটি বিশেষ দিনের গুরুত্ব

মুদ্রার উল্টো পিঠটাও আমাদের দেখতে হবে। বর্তমান যুগে আমাদের জীবন বড্ড যান্ত্রিক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কেবল ছুটছি। কাজের চাপ, ক্যারিয়ারের ইঁদুর দৌড়, আর সংসারের দায়িত্ব পালনের মাঝে আমরা প্রায়শই প্রিয় মানুষটির দিকে তাকানোর সময় পাই না। 'তোমাকে ভালোবাসি'; এই সহজ কথাটা বলার সুযোগও অনেক সময় হয়ে ওঠে না। এখানেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মতো একটি বিশেষ দিনের প্রাসঙ্গিকতা। ঠিক যেমন মায়েদের জন্য আমাদের ভালোবাসা অফুরান হলেও 'মাদার্স ডে' আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ত্যাগের কথা, ঠিক তেমনই ভ্যালেন্টাইন্স ডে আমাদের সুযোগ করে দেয় থমকে দাঁড়ানোর। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কাজ আর ব্যস্ততাই জীবন নয়, জীবনে ভালোবাসার মানুষটির গুরুত্ব অপরিসীম। সারা বছর হয়তো উপহার দেওয়া হয় না, বা একসঙ্গে বসে নিভৃতে সময় কাটানো হয় না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেই সুযোগটা করে দেয়। এই দিনটিকে উপলক্ষ করে যদি দুটি মানুষ নিজেদের

ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি

ভালোবাসার জন্য আলাদা দিনের প্রয়োজন আছে কি নেই;এই তর্কে না গিয়ে আমরা একটি মধ্যপন্থা নিতে পারি। উৎসব বা দিবস উদযাপনে কোনো দোষ নেই, যদি তা আমাদের সম্পর্কের বাঁধনকে দৃঢ় করে। আমরা যদি ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে ভালোবাসার একমাত্র দিন না ভেবে, 'ভালোবাসা উদযাপনের একটি বিশেষ দিন' হিসেবে দেখি, তবে সমস্যা থাকে না। যেমন আমরা প্রতিদিন ভাত-ডাল খাই, কিন্তু মাঝেমধ্যে বিরিয়ানি বা পোলাও খেতে পছন্দ করি। উৎসবের দিনগুলো সেই বিশেষ খাবারের মতো। এটি প্রতিদিনের ভালোবাসাকে অস্বীকার করে না, বরং তাকে একটি নতুন মাত্রা দেয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন এই দিনটি কারো ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে। যার সঙ্গী নেই, তার মন খারাপ করার কিছু নেই। আবার সঙ্গীকে দামি উপহার দিতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতাও থাকা উচিত নয়। ভালোবাসা হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত। পরিশেষে বলা যায়, ভালোবাসার জন্য সত্যিই কোনো আলাদা দিনের প্রয়োজন নেই, কারণ ভালোবাসা শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো;এটি থামলে সম্পর্কও মরে যায়। কিন্তু সেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে অনুভব করার জন্য মাঝে মাঝে বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়। ভ্যালেন্টাইন্স ডে হলো সেই বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার দিন। এই দিনটি আমাদের শেখায় যত্নশীল হতে, প্রিয়জনকে সময় দিতে। তবে আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত যে, ১৪ই ফেব্রুয়ারির এই যত্ন আর ভালোবাসা যেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি সকালে উবে না যায়। বছরের বাকি দিনগুলোতেও যেন আমরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান থাকি। ভালোবাসা কোনো দিনক্ষণ মেনে আসে না, কিন্তু দিনক্ষণ মেনে তাকে উদযাপন করতে দোষ নেই। গোলাপ শুকিয়ে যেতে পারে, চকলেটের স্বাদ ফুরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যে মায়া আর সম্মান নিয়ে আমরা এই দিনটি পালন করি, তা যেন আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়। তাই চলুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে উপলক্ষ করে আমরা সারা বছরের জন্য ভালোবাসার সঞ্চয় করে নিই।

ভালোবাসা বেঁচে থাকুক বিশ্বাসে, সম্মানে এবং প্রতিদিনের ছোট ছোট ভালোলাগায়।